

# হাকীকাতুল মাহদী

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী  
প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)



ও কামৰূপ

বৰ্ষাবৰ্ষ প্ৰদত্ত সন্দৰ্ভ পৰিবেশ

১৮৮৫-সাৰি সালতানত পিলো

# হাকীকাতুল মাহ্নী

(মাহ্নীৰ তাৎপর্য)

মূলঃ

হ্যৱত মিৰ্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী  
প্ৰতিশ্ৰুত মসীহ ও ইমাম মাহ্নী (আঃ)

বঙানুবাদঃ

মাওলানা সালেহু আহমদ  
মুৱৰুবী সিলসিলাহু আলীয়া আহমদীয়া

প্রকাশক :

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ  
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল :

রঞ্জব : ১৪২২ হিঃ  
কার্তিক : ১৪০৮ বাংলা  
অক্টোবর : ২০০১ ইং

শুভেচ্ছা বিনিময় : টাকা ৬/=

মুদ্রণ :

ইন্টারকন এসোসিয়েটস,  
মতিঝিল, ঢাকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## দু'টি কথা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এই বইটি উর্দূতে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯ সনে রচিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এই পুস্তকটির অনুবাদ প্রথমবারের মত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বাংলা ভাষাভাষীদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণে এই বইটি সহায়ক হবে বলে আশা করি।

উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে আগমনকারী মাহদীর সম্বন্ধে হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এ পুস্তকটিতে নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর পক্ষ হতে যখনই কোন মহাপুরুষের আগমন হয় তখনই তার বিরোধিতা হয়। আর এই বিরোধিতায় সমসাময়িক আলেমেরা অংগী ভূমিকা পালন করে থাকেন। হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যখন ইমাম মাহদী হবার দাবী করেন তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব তৎকালীন ইংরেজ শাসকের নিকট অভিযোগ করেন যে, মির্যা সাহেব মাহদীর ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করেন যা ইংরেজ সরকারের জন্য ক্ষতিকর। তাই ইংরেজ সরকার যেন সরকার বিরোধী এই ক্ষতিকারক ব্যক্তিকে শান্তি দেয়।

হ্যরত মির্যা সাহেব যখন এই অভিযোগ সম্বন্ধে জানতে পারেন তখন তিনি তাঁর ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মাহদী সম্পর্কিত বিশ্বাস বিস্তারিতভাবে লিখে প্রকাশ করে ব্যাপকভাবে বিতরণ করেন, যেন মাহদী সম্পর্কিত সঠিক বিশ্বাস উপস্থাপনের মাধ্যমে সকল ভুল-ভ্রান্তির অবসান ঘটে।

এই পুস্তকটির অনুবাদ ও প্রকাশনায় যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহত্তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমীন।

মীর মোহাম্মদ আলী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তারিখ : ২০ অক্টোবর, ২০০১ইং



# হাকীকাতুল মাহ্নী

প্রতিশ্রূত মাহ্নী সম্পর্কে, বিশেষভাবে তাঁর আগমনের ব্যাপারে ভারতের মুসলমানেরা বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। কতক মুসলমানের মতে তিনি যুজান্দেদ এবং প্রকৃত শান্তি ও প্রশান্তির প্রেমিক এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী হিসাবে নতুন জীবনদাতা। তাঁর অনুসারীদের মতে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক কারণেই তাঁর আবির্ভাব। অপরদিকে কতক মুসলমানের মতে যেমন ‘ইশায়াতুস সুন্নাহর’ সম্পাদক, আহলে হাদীস (ওহাবী) আকীদার নেতা, বাটালা নিবাসী মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বিশ্বাস করেন যে, প্রতিশ্রূত মাহ্নী গাজী এবং মুসলমান ভিন্ন অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের ধর্মসকারী। বিশেষতঃ তিনি ব্রিটিশ শাসন ও গীর্জার প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধী হবেন। ফলে এই মাহ্নীর দ্বারা বহু রক্তক্ষয়ী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হবে। আমি পুস্তিকাটি এই বিষয় দেখানোর জন্য লিখেছি যে, মাহ্নীর আগমন সম্পর্কিত আকীদায় মুসলিম দল দু'টির মধ্যে কোন্টি সঠিক। এটা শ্রেয়তর হবে যখন আমাদের সদাশয় সরকার এই প্রবন্ধটি ইংরেজীতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন এবং এভাবে প্রতিশ্রূত মাহ্নী সম্পর্কে দু'টো ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিষয়টি উপলব্ধি করবেন।



## মাহদী সম্বন্ধে বিশ্বাস

এ বিষয়টি মহামান্য ইংরেজ সরকারের নিকট প্রকাশ করা আবশ্যিক, ওহাবী ফির্কা যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাদের নেতা হলেন মৌলভী আবু সাউদ মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী। প্রতিশ্রূত মাহদী সম্বন্ধে তারা কী মনে করেন ও কী বিশ্বাস পোষণ করেন এবং এ ব্যাপারে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস কী?। কেননা সকল মতবিরোধ ও শক্তির মূল হলো এই যে, আমি এমন মাহদীকে মানি না (যা তারা মনে করে-অনুবাদক)। তাই আমি তাদের দৃষ্টিতে কাফির। আমার দৃষ্টিতে তারা ভুল করছে। সুতরাং মাহদী সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসের মোকাবেলায় তাদের বিশ্বাস নিম্নে লিখছি। আহলে হাদীসের (ফির্কার লোকদের-অনুবাদক) বিশ্বাস, যাদের আসল নাম হলো ওহাবী। মাহদী সম্বন্ধে তাদের শত শত পুস্তক-পুস্তিকায় যদিও পাওয়া যায়, তবুও নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ সাহেবের পুস্তক হতে এই বিশ্বাস বর্ণনা করা সমীচীন মনে করি। কেননা, মৌলভী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী যিনি তাদের নেতা সিদ্দীক হাসান খাঁ কে এ শতাব্দীর মুজাদ্দেদরপে মেনে নিয়েছেন (ইশাআতুস সুন্নাহ (পত্রিকা) দ্রষ্টব্য,-লেখক) এবং তার পুস্তকসমূহকে এক মুজাদ্দেদের নির্দেশাবলীরপে প্রত্যেক আহলে হাদীসের জন্য অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন।

### মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ তার পুস্তক ‘হজাজুল কেরামার’ ৩৭৩ পৃষ্ঠায় এবং তার পুত্র সৈয়্যদ নূরুল হাসান খাঁ নিজ পুস্তক ‘ইকতেরোবুস সাআত’ এর ৬৪ পৃষ্ঠায় মাহদী সম্বন্ধে আহলে হাদীসের বিশ্বাসকে এভাবে বর্ণনা করেন যা সংক্ষেপে এরূপ যে, “মাহদী প্রকাশিত হবার সাথে সাথে খৃষ্টানদের এভাবে হত্যা করবেন যে, তাদের মধ্যে যারা বেঁচে যাবে তাদের সরকার ও রাজত্ব চালানোর সাহস থাকবে না এবং রাজত্বের গন্ধ তাদের মন্তিক্ষ হতে দূরীভূত হয়ে যাবে। তারা অপদস্থ হয়ে পলায়ন করবে। তারপর ‘হজাজুল কেরামার’ই ৩৭৪ পৃষ্ঠার ৮ম লাইনে লেখা আছে “এই

### মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

মাহদী ও প্রতিশ্রূত মসীহ সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস এই যে, মাহদীর আগমন সংক্রান্ত এ ধরনের হাদীসসমূহ কোন মতেই আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার মতে এগুলোর উপর তিন ধরনের আপত্তি আছে। অন্য কথায় এগুলি তিন শ্রেণীর বাইরে নয়ঃ (১) প্রথমতঃ এসব হাদীস জাল, মওয় (মনগড়া) অপ্রামাণ্য ও ভ্রান্ত এবং এদের বর্ণনাকারীদের উপর অবিশ্বস্ততা ও মিথ্যা বলার অপবাদ রয়েছে। কোন ধার্মিক মুসলমান এদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না। (২) দ্বিতীয়তঃ এসব হাদীসে কিছু রয়েছে যেগুলো যয়ীক (দুর্বল) ও ময়নহু (যে হাদীসে বর্ণনাকারীর চরিত্রের উপর আপত্তি উৎপাদিত হয়) হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ার

## মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস

বিজয়ের পর মাহদী হিন্দুস্থানে আক্রমণ করবেন এবং হিন্দুস্থান জয় করবেন। হিন্দুস্থানের বাদশাহৰ গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে তাকে তার সামনে উপস্থিত করা হবে। এবং সরকারের সকল ধন-সম্পদ ব্যাংক লুট করে নিবেন।” এর চাইতে অধিকতর ব্যাখ্যা ‘ইকতারাবুস সাআত’ পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠায় এভাবে রয়েছে যা উল্লেখিত পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠার ১৩তম লাইন হতে ১৭তম লাইনে লেখা আছে যে, “হিন্দুস্থানের বাদশাহগণকে গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে তাঁর অর্থাৎ মাহদীর সামনে আনা হবে। তাদের ধন-ভাভার দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দসকে সুসজ্জিত করা হবে।”

এরপর তিনি নিজের মত প্রকাশ করেন এবং উহার সমর্থনে তার মুখের কথা হলো, “আমি বলছি এখন (হিন্দুস্থানে-অনুবাদক) কোন বাদশাহ তো নেই। এই কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান জয়দার আছে। তারাও কোন স্থায়ী প্রশাসক নন বরং তারা নামে মাত্র। এ রাজ্যের বাদশাহ ইউরোপীয়। সম্ভবতঃ এই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ মাহদীর যুগ পর্যন্ত যথাসম্ভব এরাই এখানকার শাসক থাকবেন। এদেরকেই ছেফতার করে মাহদীর সামনে নিয়ে যাওয়া হবে।” এর পূর্বে এই ব্যক্তিই লিখে এসেছেন যে, গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে মাহদীর সামনে হায়ির করা হবে।

## মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

কারণে এগুলো আস্থার মানদণ্ডের ধোপে টেকে না। হাদীসের বিখ্যাত ইমামগণ হয় এগুলোর একেবারেই উল্লেখ করেন নি অথবা আপত্তি ও অবিশ্বাসের সাথে উল্লেখ করেছেন। তারা এ রেওয়ায়াতের সত্যায়ন করেন নি অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেন নি। (৩) তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলো বিভিন্ন সনদে তাদের প্রামাণিকার সন্ধান তো পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো হয়তো পূর্বের যুগে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ওগুলোতে বর্ণিত যুদ্ধগুলো বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গেছে। এখন সেগুলোর জন্য অপেক্ষার সম্ভাব্য কোন অবস্থা অবশিষ্ট নেই, অথবা ওগুলোতে বাহ্যিক খেলাফত ও বাহ্যিক যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র এক মাহদী অর্থাৎ এক হেদায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এবং ইঙিতে বরং পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন বাহ্যিক রাজত্ব ও বাহ্যিক খেলাফত হবে না। সে না যুদ্ধ করবে আর না-ই রক্ত ঝরাবে। তাঁর কোন সৈন্যদল থাকবে না। বরং আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা হৃদয়গুলিতে আবার ঈমান প্রতিষ্ঠিত করবেন। যেমন কিনা হাদীসে আছে ‘লা মাহদীয়া ইল্লা সিসা’। ইহা ইবনে মাজার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আছে এবং হাকীম প্রণীত হাদীস গ্রন্থ ‘মুসতাদরেকে’ আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা মুহাম্মদ বিন খালিদ জুন্দী আবান বিন সালেহ হাসান বাসরী হতে, হাসান বাসরী আনাস বিন মালেক হতে এবং

## মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস

হজাজুল কেরামাতে লেখা হয়েছে যে, সেই সময় সন্নিকটে এবং সম্ভবতঃ চৌদ্দ  
শতাব্দীতে এ সব কিছু ঘটে যাবে।  
অতঃপর “ইকতারাবুস সাআতের” ৬৫  
পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, “মাহদী খৃষ্টানদের  
ক্রুশ ভঙ্গ করবে অর্থাৎ তাদের ধর্মের নাম  
ও নিশানা অবশিষ্ট রাখবে না।” আবার  
হজাজুল কেরামার ৩৮১ পৃষ্ঠায় লেখা  
আছে যে, ঈসা আসমান হতে অবতরণ  
করে মাহদীর মন্ত্রী হবেন এবং বাদশাহ  
হবেন মাহদী। হজাজুল কেরামার ৩৮৩  
পৃষ্ঠায় সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, মাহদীর যুগ  
সন্নিকটে। অতঃপর ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা  
আছে যে, মুসলমানদের এক ফির্কা যারা  
বিশ্বাস করে না যে, মাহদী এরূপ মর্যাদা  
ও ক্ষমতাধর অর্থাৎ গাজী এবং  
মুজাহিদরূপে আসবে সেই ফির্কা আস্তিতে  
রয়েছে। কেননা এই নির্দশনের সাথে  
মাহদীর প্রকাশিত হওয়া সিহাহ সিন্তাহ অর্থাৎ  
হাদীসের ছয়টি প্রামাণ্য গ্রন্থ হতে প্রমাণিত।  
হজাজুল কেরামার ৩৯৫ পৃষ্ঠায় নবাব সিদ্দীক  
হাসান খাঁ লিখেছেন যে, মাহদীর প্রকাশিত  
হবার সময় অতি নিকটে। সমস্ত চিহ্নবলী  
প্রকাশিত হয়েছে এবং ইসলাম ভীষণ দুর্বল  
হয়ে পড়েছে।

হজাজুল কেরামার ৪২৪ পৃষ্ঠায় তিনি  
লিখেন, ঈসাও মাহদীর মত তরবারী দ্বারা  
ইসলামকে বিস্তার দান করবেন। দু'টি  
কথাই হবে। হয় হত্যা নতুবা ইসলাম।

## মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

আনাস বিন মালেক জনাব রসূলুল্লাহ  
সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে  
রেওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসের অর্থ  
হলো, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যিনি ঈসার  
প্রকৃতি ও চরিত্রে আগমন করবেন, অন্য  
কেউ মাহদী হবেন না। অর্থাৎ তিনিই  
প্রতিশ্রূত মসীহ হবেন এবং তিনিই  
মাহদী হবেন, যিনি হ্যরত ঈসা (আঃ)  
এর প্রকৃতি, চরিত্র ও তাঁর শিক্ষা  
পদ্ধতিতে আগমন করবেন অর্থাৎ মন্দের  
মুকাবেলায় বল প্রয়োগ করবেন না ও  
যুদ্ধ করবেন না বরং পবিত্র আদর্শ ও  
ঐশী নির্দর্শন দ্বারা হেদায়াতকে বিস্তার  
দিবেন। এবং এই হাদীসের সমর্থনে  
আরেকটি হাদীস রয়েছে যা ইমাম বুখারী  
স্বীয় সহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।  
যাতে এই কথা রয়েছে, ‘ইয়ায়াউল  
হারবা’ অর্থাৎ ঐ মাহদী যার নাম  
প্রতিশ্রূত মসীহ তিনি ধর্মীয় যুদ্ধকে  
সম্পূর্ণরূপে রহিত করে দিবেন। তাঁর এই  
নির্দেশ হবে যে, ধর্মের জন্য যুদ্ধ করো না,  
বরং ধর্মকে সত্ত্বের জ্যোতিঃ নৈতিক  
যুজিয়া ও খোদার নৈকট্যের নির্দশনাবলী  
দ্বারা বিস্তার দাও। সুতরাং আমি সত্য সত্য  
বলছি, যে ব্যক্তি এ সময়ে খোদার ধর্মের  
জন্যে যুদ্ধ করছে অথবা যোদ্ধাদেরকে  
সমর্থন করে অথবা প্রকাশ্য বা গোপনে  
এরূপ পরামর্শ দেয় অথবা মনে এমন ইচ্ছা  
আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে খোদা ও  
রসূলের অবাধ্য এবং খোদা ও রসূলের  
জরুরী বিধিবদ্ধ নির্দেশ-উপদেশ ও  
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ  
এবং অবশ্য করণীয় কর্তব্যসমূহের বাইরে

## মাহদী সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী মৌলভীদের বিশ্বাস

‘আহওয়ালুল আখেরাতে’ পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, যে সকল খণ্টান ঈমান আনবে না তাদের সকলকে হত্যা করা হবে। মোট কথা ইহা মুহাম্মদ হসায়েন এবং তার ঐ দলের ধর্ম-বিশ্বাস যাদেরকে এখন আহলে হাদীস বলে ডাকা হয়। সাধারণ মুসলমান তাদের ওহাবী বলে সম্মেধন করে থাকে। মুহাম্মদ হসায়েন নিজেকে তাদের নেতা ও প্রবক্তা বলে মনে করে। এই ধর্মীয় বিশ্বসের উৎস এরা ভুলবশতঃ ঐ সকল হাদীসকে মনে করে যা হাদীসের বিখ্যাত পুস্তক ‘মিশকাত’ নামে খ্যাত-এর ‘বাবুল মালাহাম’ উল্লেখ রয়েছে। আরবীতে ‘মালাহাম’ বড় বড় যুদ্ধকে বলা হয়। তারা মনে করে এ সকল যুদ্ধ মাহদী খণ্টান ও অন্যান্যদের সাথে করবেন। ‘মিশকাতের’ ব্যাখ্যা ‘মায়াহের হাক’ ঘন্টের চতুর্থ খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠা থেকে উক্ত অধ্যায়টি শুরু হয়। কিন্তু পরিতাপ এই যে, তারা এ সকল হাদীসকে বুঝতে বড়ই ভুল করেছে। মোট কথা মুহাম্মদ হসায়েন ও তার দল যাদেরকে আহলে হাদীস বলা হয় তারা আগমনকারী মাহদী সম্বন্ধে এ বিশ্বাস করে। এসব লোক যে কত ভয়ঙ্কর, শান্তি ভঙ্গের ও উভেজনা সৃষ্টিকারী উপাদান নিজেদের মধ্যে ধারণ করে তা লেখার অবকাশ রাখে না। এদের তুলনায় দ্বিতীয় কলামে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

## মাহদী সম্বন্ধে আমার ও আমার জামাতের বিশ্বাস

চলে গেছে। আমি এখন আমাদের সদয় সরকারকে জানাচ্ছি যে, হেদায়াত প্রাণ এবং মসীহ (আঃ)-এর চরিত্রের উপর পরিচালিত সেই প্রতিশ্রূত মসীহ আমিই। প্রত্যেকের উচিত আমাকে ঐ সকল চরিত্রে নিরীক্ষণ করে এবং নিজ হন্দয় হতে মন্দ ধারণা দূর করে নেয়। আমার বিশ বছর ব্যাপী শিক্ষা, যা বারাহীনে আহমদীয়া হতে শুরু হয়ে ‘রায়ে হাকীকাত’ পুস্তক প্রণয়ন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ এগুলোকে গভীরভাবে দেখে তবে ইহাকে আমার অভ্যন্তরীণ-পরিচ্ছন্নতার সব চাইতে বড় সাক্ষী হিসেবে পাবে। আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে যে, আমি এ গৃহাবলী আরব, ইউরোপ, সিরিয়া, কাবুল ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি এ বিষয়কে নির্ধারণ করিব করি যে, ইসলামের পক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধের জন্যে মসীহ আকাশ হতে অবতরণ করবেন ও সে সময়ে ফাতেমার বংশধর হতে কোন ব্যক্তি মাহদী নামের বাদশাহ হবেন। এবং দু’জনে মিলে রক্তক্ষরণ শুরু করবেন। আল্লাহত্তাআলা আমাকে সুনির্ণিত জানিয়েছেন যে, এগুলো আদৌ সঠিক নয়। হ্যরত মসীহ (আঃ) বহু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কাশীরের খানইয়ার মহল্লায় তাঁর মাজার (সমাধি) মজুদ আছে। সুতরাং যেভাবে মসীহের আকাশ হতে অবতীর্ণ হওয়া মিথ্যা প্রমাণিত সেভাবেই কোন যুদ্ধবাজ মাহদীর আগমন বাতিল সাব্যস্ত। এখন যে ব্যক্তি সত্য-পিপাসু সে যেন ইহা গ্রহণ করে।

- বিনীত লেখক  
মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْعِقَادِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَتَّعِينَ

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও, তুমি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী (সুরাতুল আ'রাফ : ১০)

### ফার্সি কবিতার অনুবাদ

১। হে সর্বশক্তিমান আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, হে বার বার কৃপাকারী, দয়ালু ও পথ প্রদর্শক ।

২। হে খোদা তোমার দৃষ্টি সকলের হৃদয়ের উপরে রয়েছে, কোন কিছু তোমার কাছে গোপন নয় ।

৩। যদি তুমি আমাকে পাপাচার ও অসদাচারে নিমজ্জিত দেখ, আমাকে দুশ্চরিত্র দেখ ।

৪। তাহলে তুমি আমার মত পাপীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও, আমার বিরুদ্ধবাদী এই দলকে আনন্দিত কর ।

৫। তাদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকার আশীর্বাদের বারিধারা বর্ষণ কর, নিজ ফ্যালে তাদের প্রতিটি ইচ্ছা পূর্ণ করে দাও ।

৬। তুমি আমার ঘরের চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দাও, তুমি আমার শক্তি হয়ে যাও এবং আমার সব কার্যকলাপ ধ্বংস করে দাও ।

৭। কিন্তু যদি তুমি আমাকে তোমার বান্দাদের অন্যতম হিসেবে পেয়ে থাকো তোমার দরবারকে আমার কিবলা বানিয়েছি আর যদি তা পেয়ে থাকো ।

৮। যদি তুমি আমার হৃদয়ে সেই ভালবাসা দেখে থাকো, যে রহস্যকে তুমি এ দুনিয়ার দৃষ্টি হতে গোপন রেখেছো ।

৯। তবে তুমি আমার সাথে ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করো, আর তুমি ঐ সকল রহস্যের কিয়দংশ আমার নিকট প্রকাশ করে দাও ।

১০। হে ঐ খোদা! যিনি প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর দিকে দৌড়ে এসে থাকো, যিনি প্রেমের দহনে দহনশীল প্রত্যেক ব্যক্তির দহন সম্পর্কে অবগত আছো ।

১১। তোমার সাথে আমি যে (ভালবাসার) সম্পর্ক রেখেছি, তোমার প্রতি যে ভালবাসা আমি আমার হৃদয়ে লালন করেছি সেই ভালবাসার প্রসাদে ।

১২। হে খোদা! তুমি আমার পরিত্রাণের জন্য নিজে প্রকাশিত হও, কেননা তুমি আমার আশ্রয়গুহা, আশ্রয়স্থল ও শান্তি-নিবাস ।

১৩। আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসার যে আগুন প্রজ্বলিত করে দিয়েছো এবং যে ভালবাসার প্রভাবে তুমি তোমা ভিন্ন অন্য সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমার হৃদয় থেকে দূর করে দিয়েছো ।

১৪। হে খোদা! তুমি সেই ভালবাসার আগুন দিয়ে আমার চেহারাকেও উজ্জ্বল ও আলোকিত করে দাও, আর তুমি আমার এ অন্ধকার রাতকে দিনে পরিবর্তন করে দাও ।

১৫। এই অন্ধ জগতের ঢোখ তুমি খুলে দাও, হে কঠোর পাকড়াওকারী, তুমি তোমার  
শক্তি তাদের দেখাও ।

১৬। আকাশ হতে তুমি নিজ নির্দশনের জ্যোতিঃ দেখাও, তুমি নিজ বাগান থেকে একটি  
ফুল দেখিয়ে দাও ।

১৭। আমি এ জগতকে বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া-বিবাদে পরিপূর্ণ দেখছি, গাফেলদের মৃত্যুর  
কথা স্মরণ করারও সময় নেই ।

১৮। তারা সত্য তত্ত্বাবলী থেকে উদাসীন ও অপরিচিত এবং তারা কল্প-কাহিনীর দিকে  
বাচ্চাদের মত আকৃষ্ট হয়ে আছে ।

১৯। তাদের হৃদয় বস্তুর চেহারার প্রতি ভালবাসা থেকে বিমুখ ও শীতল এবং তাদের  
হৃদয়-কপাট বস্তুর গলি থেকে বিপরীতমুখী হয়ে রয়েছে ।

২০। গুনাহৰ প্লাবন পূর্ণ মাত্রায় বয়ে যাচ্ছে ও ঘোর অন্ধকার রাত, হে খোদা! তুমি দয়া  
করে সূর্য উদিত করে দাও ।

যেহেতু আদি হতে স্বভাবতঃ ৪ ইহাই হয়ে এসেছে যে, যখনই কোন জাতিতে এমন কোন  
ফির্কার জন্ম হয় যাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও রীতি-নীতি ঐ জাতির ধর্ম-বিশ্বাস ও রীতি-নীতির  
পরিপন্থী হয় তখন ঐ জাতির নেতৃবর্গ ঐ ফির্কাকে নিষিদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করে । সর্বদা  
জাতি ও সরকারের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্থ করার চেষ্টায় লিঙ্গ থাকে । সুতরাং এ দেশের  
কয়েকজন মৌলভী আমার সাথে এই ব্যবহারটি করেছে । এদের মধ্যে ঘোর শক্র ও বিরোধী  
হলো মৌলভী মুহাম্মদ হৃষায়েন বাটালী, যিনি ‘ইশাআতুস সুন্নাহ’ পত্রিকার সম্পাদক ।  
আমার অমঙ্গল সাধনে এ ব্যক্তি নিজ আরামকে হারাম করে নিয়েছে । আমার কাফির হওয়া  
সম্বন্ধে বাটালা হতে বেনারস পর্যন্ত নিজ নির্লজ্জ ফতওয়াতে মোহর লাগিয়ে দ্যুরেছে ।  
অতঃপর যখন এ কাজ করেও তার মন ভরে নি তখন আমার বিরুদ্ধে আসল বিষয়ের  
পরিপন্থী খবর সরকারের নিকট পৌছাতে থাকে যে, এ ব্যক্তি গোপনে বিদ্রোহী এবং মাহদী  
সুন্দানীর চেয়েও ভয়ংকর । অথচ তিনি নিজেই স্থীয় পত্রিকা “ইশাআতুস সুন্নাহতে” আমার  
সম্বন্ধে এ মর্মে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন যে, এ ব্যক্তির সম্পর্কে বিদ্রোহের ধারণা পোষণ  
করাও চরম পর্যায়ের বেঙ্গমানী । তিনি বার বার লিখেছিলেন যে, তিনি তার ব্যক্তিগত  
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এ ব্যক্তি ও তাঁর পিতা মির্যা গোলাম মর্তুয়া ইংরেজ  
সরকারের কল্যাণকামী ও নিবেদিতচিত্ত । যাই হোক যখন এই বিচক্ষণ সরকার এই  
হিংসুকের কথায় কর্ণপাত করলো না তখন সে নিজ জাতিকে উক্ষানী দিতে শুরু করলো  
এবং আমার সম্বন্ধে এই ফতওয়া প্রকাশ করলো যে, এই ব্যক্তিকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ ।

সুতরাং এই ফতওয়া দেখে আরো কয়েকজন মৌলভীও হত্যা সম্বন্ধে ফতওয়া দিয়েছে ।  
অতএব নিঃসন্দেহে ইহা সত্য যে, আল্লাহত্তাআলা যদি নিজ অনুঘাতে এ ব্যবহাৰ না করতেন  
অর্থাৎ সম্মানিত সরকারের আইনের ছায়ায় আশ্রয় না দেয়া হ'ত তাহলে এমন গাজী  
মুজাহিদ না জানি কত কিছুই করে দেখাতো! এ ব্যক্তি বার বার আমাকে কাবুলের  
আমীরের হৃষকি দিত, ওখানে যাও, তুমি জীবিত ফিরে আসতে পারবে না । এতে আমার

জানা ছিলো যে, এ ব্যক্তি কাবুলের আমীরের নিকট অবশ্যই গিয়েছিল। কিন্তু এ রহস্যটি এখনো উদ্ঘাটিত হয় নি যে, কাবুলের আমীর আমাকে কোনু কারণে ও কিসের জন্য হত্যা করার অঙ্গীকার করেছে। তবে ইহা যেন স্মরণ থাকে কপটাপূর্ণ নীতি আমার নেই। আমীরকে যদি এ ব্যক্তি এ কথা বলে আমার সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে থাকে যে, এই ব্যক্তি এই মাহ্নী ও মসীহৰ আগমনে অবিশ্বাসী বাহ্যিক ধ্যান-ধারণা পোষণকারী লোকেরা যার অপেক্ষা করেছে। তবে সত্য কথা বলতে কি কাবুলের আমীরকে আমার ভয় কিসের? আমি প্রকাশ বলছি, আমি এই গাজী মাহ্নী ও গাজী মসীহৰ আগমনে অবিশ্বাসী। আমার এ কথাগুলিকে বেআদনী মনে করা হতে পারে কিন্তু আমার নিকট খোদা যা প্রকাশ করেছেন আমি উহা পরিত্যাগ করতে পারি না। আমি এ কথায় বিশ্বাসী যে, আধ্যাত্মিকভাবে ইসলামের উন্নতি হবে এবং শান্তি ও সন্ধির সাথে বিস্তৃতি লাভ করবে। তবে এই ব্যক্তির অবস্থার উপর অত্যন্ত পরিতাপ যে, সে বহুরূপী। মৌলভীদেরকে অন্তরালে কিছু বলে এবং ইংরেজ সরকারকে অন্য কিছু। আবার কাবুলের আমীরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার কাছে গিয়ে তার মর্জি অনুযায়ী বিশ্বাস প্রকাশ করে। আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যক্তি কাবুলে গিয়ে ধর্ম-বিশ্বাসের দিক থেকে আমীরের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছানুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করেছে। কেননা, কাবুলের আমীর যদি এমনই ব্যক্তি হয়, যে নিজ আকীদা বিরোধী লোক পেলে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে ফেলে তবে প্রশংস্য উঠে এমন আমীরের নিকট হতে সে কীভাবে বেঁচে আসলো? এই ব্যক্তি কি স্থীকারোক্তি দিতে পারে যে, সে কাবুলের আমীরের সাথে একই ধর্ম-বিশ্বাস পোষণকারী?

বাকী রইল আমার আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস -এগুলো প্রকৃতই সত্য তেমনি ওগুলো প্রত্যেক ফিতনা হতে পবিত্র ও কল্যাণময়। আমার বিশ্বাস মতে এমন কোন মাহ্নী বা মসীহ আসবে না, যে পৃথিবীকে রঞ্জে রঞ্জিত করে দেবে এবং তার বড় গুণ হবে, সে বলপূর্বক লোকদের মুসলমান বানাবে। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই চিন্তা করতে পারেন যে, আমাদের এ ধর্মীয় বিশ্বাস কত উত্তম ও পবিত্র যার ভিত্তি পূর্ণাঙ্গিগতভাবে শান্তি ও সহিষ্ণুতার উপর। যার ফলে কোন বিরঞ্ছবাদী ইসলামের উপর বল প্রয়োগের অপবাদ দেয়ার সুযোগ পেতে পারে না। মানব জাতির সাথেও অযথা পশুসুলভ আচরণ করতে হয় না আর নৈতিক অবস্থার উপরেও কোন দাগ পড়ে না। এমন পবিত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারী লোকের ভিন্নধর্মীবলঘী সরকারের অধীনে কপটাপূর্ণ জীবন যাপন করতে হয় না। কিন্তু আমাদের আকীদার পরিপন্থী যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ লোকগুলো বসে আছে সেগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞ সরকারের স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ভয়ংকর হচ্ছে সেই দলটি যাদের ধর্ম-বিশ্বাস ভয়ংকর। মুহাম্মদ হসায়েন বাটালবীর মাহ্নী সুদানীর সাথে আমার সাদৃশ্য বর্ণনা করা সরকারকে কতইনা ধোঁকা দেবার নামান্তর। প্রকাশ থাকে, আমি অস্ত্রের জেহাদের বিশ্বাসী নই আর এমন কোন মাহ্নী ও মসীহৰ আগমনেও বিশ্বাসী নই যার কাজ জেহাদ ও রক্তপাত ঘটাবে। অতএব সুন্দানের মাহ্নীর সাথে আমার সাদৃশ্য ও তুলনা কীভাবে হতে পারে? আমার যতটুকু

ধারণা তাতে আমি জানি মাহ্নী সুদানির আকীদার সাথে এদের আকীদার অত্যন্ত মিল রয়েছে। যদি অন্য কারো সামনে মুহাম্মদ হ্সায়েন ও তার দশ বিশজন মৌলভী বন্ধুর একে অপরের সামনে কসম খাইয়ে বিবৃতি নেয়া হয় তবে তৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে, মাহ্নী সুদানীর সাথে আমার ধর্ম-বিশ্বাসের মিল রয়েছে, না এ লোকগুলোর।

আমার জন্য এ সকল বিষয়ের বর্ণনা করা আবশ্যিক ছিল না। সম্মানিত সরকার খুবই বিজ্ঞ সে কারো দ্বারা ধোকায় পড়তে পারে না। যেহেতু মুহাম্মদ হ্সায়েন বার বার আমার উপর অপবাদ দিয়েছে যে, সুদানের মাহ্নীর সাথে আমার অবস্থাবলী যেন সাদৃশ্যপূর্ণ বরং আমি তার চাইতেও ভয়ংকর। তাই মিথ্যা রটনার উত্তর দেয়া আমার জন্য জরুরী ছিল। আমি আল্লাহত্তাআলার কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে কপটামূলক কার্যকলাপ হতে নিরাপদ রেখেছেন। আমি এমন নই যে, মুহাম্মদ হ্সায়েনের ন্যায় ইংরেজ সরকারকে কিছু বলবো এবং নিজের সমমন্বয় মৌলভীদের কাছে অন্য আকীদা প্রকাশ করবো। ইহা কেমন লজ্জাজনক ও হীন স্বত্বাব যে, মুহাম্মদ হ্সায়েন অন্যান্য মৌলভীদের নিকট তাদের কল্পিত মাহ্নী সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেছে। আর তেমনি কাবুলের আমীরকেও খুশী করেছে এবং তার কাছ থেকে অনেক টাকা পুরস্কার লাভ করেছে। অপর দিকে সরকারের কাছে বর্ণনা করেছে যে, সে ঐ ধরনের বিশ্বাস হতে বিমুখ ও এমন হাদীসসমূহকে 'মওয়' ও সম্পূর্ণ ভুল মনে করে। ইহা কি প্রশংসা যোগ্য চরিত্র, কথনই নয়। মুনাফিকদের প্রতি না খোদাতাআলা রাজি হতে পারেন, না কোন বিজ্ঞ সরকার। অন্তর ও বাহির এক হওয়া নেহায়েই উত্তম স্বত্বাব। সরকার চিন্তা করতে পারে, এই লোকগুলি আমার প্রতি কেন অসন্তুষ্ট এবং তাদের অসন্তুষ্টির মূল কারণ কী? সরকারের জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ কে সি, এস, আই, এর সাক্ষী যথেষ্ট যা তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমার সম্বন্ধে প্রকাশ করে গেছেন। বরং এ ব্যাপারে তিনি সকল মুসলমানকে নিস্তিত করেছেন যে, ইংরেজ সরকার সম্বন্ধে যে ধারণা তিনি পোষণ করে থাকেন মুসলমানদের এ কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মুহাম্মদ হ্সায়েন আমাকে কষ্ট দেবার জন্য অন্যান্য মুসলমানদেরকে যে হীন পছায় প্ররোচিত করছে তা শুনে যে কোন নেক হাদয়ের অধিকারী ব্যক্তি আফসোস করবেন। আমি নিজের থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর দিকে আহবান করছিলাম কিন্তু মুহাম্মদ হ্সায়েনকে কখনও সম্মোধন করি নি। হঠাৎ করেই সে নিজে নিজেই আমার বিপক্ষে কুফরী ফতওয়া প্রস্তুত করে এবং চেষ্টা করতে থাকে লোকেরা যেন আমাকে কাফির ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়। সর্ব প্রথম এই ফতওয়া সে তার শিক্ষক নয়ীর হ্সায়েন দেহলবীর সামনে পেশ করে। উক্ত নয়ীর হ্সায়েন তারই সমবিশ্বাসী ও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট এবং তার চিন্তা-চেতনার শক্তিসমূহও বার্ধক্য কবলিত এবং স্বত্বাবতঃ অন্দৃদর্শী মোল্লাদের মত হিংসুক ও সংকীর্ণমনা তাই সে তৎক্ষণিকভাবে নির্দিধায় আমার কাফির হবার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। তারপর আর কি? এমনি পা-চাটো শাগরেদরা কুফরীর ফতওয়া দিয়ে দিল। যাই হোক ইহাতো সেই বিষয় যা মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে, কে কাফির এবং কে মু'মিন। কিন্তু এ শ্লে শুধু এ বিষয়টিই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মদ হ্সায়েন অথবা সর্বেব শক্রতার বশবর্তী হয়ে এই ফতওয়া প্রস্তুত করেছে। এবং

হিন্দুস্থানের যত্র তত্ত্ব ঘুরে ফিরে এর উপর শত শত মোহর লাগিয়েছে যে, এই ব্যক্তি  
 কাফির ও দাজ্জল। আর সেই থেকে অদ্যবধি অবমাননা ও অপদষ্ট করার চেষ্টা করা এবং  
 গালমন্দ দেয়া থেকে বিরত হয় নি। নিজ হাতে নোংরা গালমন্দপূর্ণ প্রবক্ষাদি সে লিখে  
 এবং মোহাম্মদ বখশ জাফর যাটলি লাহোরী ও আবুল হোসেন তিবরতীর নামে প্রকাশ  
 করে। এরপর ঐ প্রবক্ষগুলির অধিকাংশ উদ্ভৃতিস্বরূপ নিজের পুস্তকাবলীতে লিখতে থাকে।  
 এগুলো সবই প্রমাণিত বিষয়। ইহা কোন আনুমানিক বিষয় নয়। সে এতেই ক্ষান্ত হয় নি  
 বরং আমাকে হত্যার ফতওয়া দিয়েছে। মুবাহালা করার জন্য বহুবার আবেদন করেছে  
 ও পর পরই উহা হতে পাশ কাটিয়ে এবং আমার নামে মুবাহালা না করার বদনাম  
 রচিয়েছে। এ কারণেই ২১ শে নভেম্বর, ১৮৯৮ সনে আমি মুবাহালার বিজ্ঞাপন প্রকাশ  
 করি। ইহার পর মুহাম্মদ হসায়েন আমার নামে বদনাম রটনা করার উদ্দেশ্যে একটি ছুরি  
 ক্রয় করে এবং বলে যে, উহা দ্বারা আমি নাকি তাকে হত্যা করতে চাই। কিন্তু এর পূর্বে  
 যে ব্যক্তি আমাকে হত্যা করার ফতওয়া দিয়েছে তার ছুরি ক্রয় করা কোন বিষয়ের প্রমাণ  
 বহন করে? চিন্তা করা উচিত যে, আমি আমার ভবিষ্যত্বাণীর অর্থ বিজ্ঞাপনে পরিষ্কারভাবে  
 বর্ণনা করে দিয়েছি যে, ইহার অর্থ কারো মৃত্যু নয় বরং যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে উলামা  
 ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হবে। এই লাঞ্ছনার সাথে আইনের কোন  
 সম্পর্ক ছিল না। তথাপি কিছু স্বার্থপূর ব্যক্তি আমাকে আইনের দ্বারা হেয় করার লক্ষ্যে এ  
 বিষয়টি প্রশাসন পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। যদি কিছু আরবী ভাষা জানা দু'এক ব্যক্তিকে হলফ  
 করিয়ে এই ভবিষ্যত্বাণীর অর্থ জিজেস করা হতো এবং সর্ব প্রথম কয়েকজন আরবী ভাষা  
 জানা লোককে আমার সামনে জিজেস করা হতো তবে এই মকদ্দমা চলতেই পারতো না।  
 কেননা, এমন লাঞ্ছনা যা আলেমদের ফতওয়ার উপর নির্ভর করে আইনের সাথে উহার  
 কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এরপ করা হয় নি আর এ কারণেই কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে।  
 পরম্পর ২১ শে নভেম্বর ও ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ এর বিজ্ঞাপনে ইহার ব্যাখ্যা ও মজুদ ছিল।  
 মুহাম্মদ হসায়েন নিজ পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী আথম ও লেখরাম সম্বন্ধে আমার যে  
 ভবিষ্যত্বাণী ছিল উহা কাজে লাগাতে চেয়েছে যেন এ সকল গণ্ডোগোল ও রক্তপাত আমার  
 পরামর্শ ও ইঙ্গিতেই হয়েছিল। আর এরপ ভবিষ্যত্বাণী করা যেন আমার পুরানো স্বভাব  
 কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত এদিকে কারও খেয়াল যায় নি যে, ঐ দুই  
 ব্যক্তির কঠোর হঠকারিতা করার পরেই এ দু'টি ভবিষ্যত্বাণী করা হয়েছে। তারা বেছচায়  
 এই ভবিষ্যত্বাণীগুলিকে আমার প্রকাশ করার পূর্বেই ছাপিয়ে দিয়েছিল যার যথেষ্ট প্রমাণ  
 এখনও আছে। তারপরও আমার বিরুদ্ধে কীরণে অভিযোগ উঠতে পারতো! অবশ্য  
 ভবিষ্যত্বাণীর বিষয়-বন্ধ অনুযায়ী উক্ত দুই ব্যক্তি মৃত্যু বরণ ক'রে ভবিষ্যত্বাণীকে সত্য প্রমাণ  
 করে দিয়েছে। একজন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে অপর জন কারো দ্বারা নিহত হওয়ার  
 কারণে। আব্দুল্লাহ্ আথম যে স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় সে ভবিষ্যত্বাণীর মেয়াদ কালে  
 কখনও এ বিষয় প্রকাশ করে নি যে, তাকে হত্যার জন্যে কখনও কোন হামলা হয়েছিল।  
 ভবিষ্যত্বাণী যেহেতু শর্তযুক্ত ছিল তাই সে হৃদয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ভয় সৃষ্টি করতঃ  
 এতটুকু উপকৃত হয়েছে যে, যতদিন সে নীরব ছিল ততদিন জীবিত থাকে। আর যখন

খৃষ্টানদের প্রোচনায় সে এ কথা বলতে শুরু করেছে যে, সে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে ভয় করে নি, তখন তার এ মিথ্যা বলার কারণে আল্লাহ্ তাকে দ্রুত উঠিয়ে নিলেন, যাতে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লোকদের নিকট প্রকাশ পায় যেমন কিনা আমার প্রচারিত ঐশ্বীবাণীতে পূর্ণ হতেই ইহা লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং আব্দুল্লাহ্ আথাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি দু'ভাবে পূর্ণ হয়। প্রথমতঃ ঐশ্বীবাণীতে উল্লেখিত শর্তানুযায়ী ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে ভয় করার কারণে এবং পনের মাস পর্যন্ত ইসলামের অবমাননা করা হতে নিজ মুখকে বন্ধ রাখার কারণে অত্যন্ত দয়ালু খোদা তাকে অবকাশ দিয়েছিলেন। যেমন কিনা শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র চিরায়ত রীতি রয়েছে। অতঃপর পনের মাস অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ অতিবাহিত হবার পর তার মনে এ ধারণার উদ্বেক হয় যে, এরূপ অবকাশ ও বিলম্ব লাভ তার ভূতির কারণে হয় নি বরং ঘটনাচক্রে এমনটি হয়েছে। সুতরাং সে যখন তার এই ধারণার উপর হঠকারিতা করল ও কয়েকটি মিথ্যা রঁটনা করল এবং মনে করলো যে, সে এখন রক্ষা পেয়ে গেছে তখন খোদাতালা তার উপর হতে স্বীয় নিরাপত্তা উঠিয়ে নিলেন। আর এভাবে সে আমার শেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে মারা যায়। যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে, সে কেবল মাত্র ইলহামে উল্লেখিত ঐ শর্তটি থেকে উপকৃত হয়েছে। শর্ত ভাস্পার সাথে সাথেই সে ধৃত হয়েছে। অতএব আথামের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত পূর্ণ হয়েছেঃ ১। শর্তানুযায়ী অবকাশ লাভ ২। শর্ত ভঙ্গের সাথে পাকড়াও হওয়া। লেখারামের ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন শর্ত ছিল না। এ জন্য উহা এক দফাতেই পূর্ণ হয়েছে। কেমন মূর্খ যালেম ও আত্মসাংকারী ঐ ব্যক্তি যে বলে যে, আথামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। এ ছাড়া আমরা ঐ লোকদের সম্বন্ধে 'লান্তুল্লাহে আলাল কায়েবীন' ব্যতিরেকে আর কি-ই বা বলতে পারি।

ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কয়েকজন সংকীর্ণমনা জ্ঞানান্ত ব্যক্তি আরো এক দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আপত্তি করে যে, উহা পূর্ণ হয় নি। তবে এগুলি তাদের অগবাদ বৈ অন্য কিছু নয়। সত্য ও প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমার কোন এমন ভবিষ্যদ্বাণী নেই যা পূর্ণ হয় নি। কারো মনে যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তবে সে যেন সরল অন্তঃকরণে আমার নিকট আসে। সরাসরি প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর না পেলে আমি যে কোন ধরনের ক্ষতি পূরনের শাস্তির যোগ্য হবো। বাস্তব সত্য এই যে, এমন লোক সংকীর্ণতার কারণে আপত্তি করে থাকে, ন্যায়পরায়ণতার জন্যে নয়। এরা যদি আমিয়া আলায়হেস সালামের যুগে হতে তবে এরা তাদের উপরও এমন আপত্তিই করতো যেভাবে তারা আমার উপরে আপত্তি করে থাকে। যে ব্যক্তির চোখ রয়েছে আমরা তাকে রাস্তা দেখাতে পারি। কিন্তু যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও অহংকারে অন্ধ হয়ে গেছে তাকে কীভাবে দেখানো যাবে? এ অধ্যমের তিন হাজার বা উহা হতে অধিক কল্যাণজনক ভবিষ্যদ্বাণী যা জননিরাপত্তার বিরোধী নয়, পূর্ণ হয়েছে। শত শত সচেতন ব্যক্তি এগুলোর সাক্ষী। এ সম্পর্কে আমার অনেকগুলি লেখা পূর্বেই যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। তথাপি যদি কোন ব্যক্তি হীনমন্যতায় অথবা সন্দেহ ও আপত্তি পোশ করে, আর এরা সরাসরি আমার সাহচর্যে থেকে পরীক্ষা না করে এবং অভিজ্ঞদের নিকট জিজেস না করে বরং ধোঁকা ও খেয়ালতের পছায়

বিভাস্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপত্তিসমূহ রটনা করে খেয়ানত ও মিথ্যা বলা হতে বিরত হয় না, সে-ও এই সকল অস্বীকারকারীদের উত্তরাধিকারী যারা ইতৎপূর্বে খোদার পরিত্ব নবীদের বিরোধিতায় গত হয়েছে। খোদাতাআলা তাঁর বান্দাদের যেন এমন চক্রান্তকারীদের মিথ্যা অপবাদ থেকে স্বীয় আশ্রয়ে স্থান দেন। এ সকল লোক কি কারণে চোরের মত দূরে দূরে থেকে আপত্তি করে এবং সরল হৃদয়সম্পন্ন লোকদের মত সামনে এসে আপত্তি করে না এবং উত্তরও শুনতে চায় না? এর একমাত্র কারণ হলো এই যে, এ সকল লোক নিজেদের ধোঁকাবাজী ও অসাধুতা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাদের বিবেক তাদেরকে সর্বদা স্মরণ করায় যে, তোমরা যদি একেপ বেহুদা, অজ্ঞতা ও খেয়ানতে পরিপূর্ণ আপত্তি সরাসরি সামনে দিয়ে কর তবে এতে তোমাদের সমস্ত মুখোশ খুলে যাবে এবং তোমাদের বিভাস্তি সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা একেবারেই নস্যাং হয়ে যাবে। তখন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, আপত্তির নাম গন্ধও থাকবে না।

ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার ভবিষ্যত্বাণীগুলিতে এমন কোন বিষয় নেই যার দৃষ্টান্ত পূর্বের আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামদের ভবিষ্যত্বাণীতে নেই। এ সকল অজ্ঞ ও অনুব্দ লোক যেহেতু ধর্মের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও তত্ত্ব হতে অজ্ঞ তাই আল্লাহত্তাআলার চিরায়ত রীতি অবগত হবার পূর্বেই হীনমন্যতার বশে আপত্তি করতে ধাবিত হয়। এবং সর্বদা ‘ইয়াতারাব্বাসুনা বেকুমুদ দাওয়ায়েরা’ (আয়াত অনুযায়ী, সূরা তওবা আয়াত- ৯৮ -অনুবাদক) আমার বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে ও ‘আলায়হিম দায়েরাতুস সু’ (তাদের উপরই মন্দ বিপর্যয়, সূরা তওবা আয়াত- ৯৮-অনুবাদক) এর বিষয়-বস্তু হতে অজ্ঞ থাকে। তাদের মধ্য হ'তে একজন তাত্ত্বিক হবার দাবী করে আমার সম্পর্কে লিখেছে, তন্ত্রীয় বিদ্যা দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। কিন্তু এ অজ্ঞরা বুঝে না যে, তন্ত্রীয় বিদ্যা হচ্ছে সেই মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত জ্ঞান যার মাধ্যমে শিয়ারা হ্যরত আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) সমক্ষে এ কথা বলে থাকে যে, নাউয়বিল্লাহ তাঁরা অত্যাচারী ও ঈমানের গভির বহির্ভূত। সুতরাং একেপ মিথ্যা পছাড় উপরে এই সকল লোকেরাই নির্ভর করবে যাদের হৃদয় সত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি কোন হিন্দু এ দাবী করে যে, শুধু হিন্দু ধর্মই সত্য এবং অন্যান্য সকল নবীদের ধর্ম মিথ্যা তবে কি এই সব ধর্ম মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে? পরিতাপের বিষয় যে, এমন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মুসলমান বলে কেমন ধরনের হীন মনোবৃত্তির মধ্যে নিপত্তি। অপরদিকে সকলের দিব্য-দর্শন আর স্পন্দণ এক সমান হয় না। এই পরিপূর্ণ দিব্য-দর্শন পরিত্ব কুরআন যাকে “ইয়হার আলাল গায়ব” (অদ্যশ্যের সংবাদ প্রকাশ-অনুবাদক) বলে আখ্যায়িত করেছে যা বৃত্তের মত পূর্ণঙ্গীণ জ্ঞানের আধার হয়ে থাকে, উহা সকলকে দান করা হয় না। শুধু মাত্র বুর্যুগ ব্যক্তিদেরকে দান করা হয়। আর দুর্বল ব্যক্তিদের দিব্য-দর্শন ও ইলহাম দুর্বল হয়ে থাকে। পরিণামে তা তাদেরকে লজ্জিত করে থাকে। ‘ইয়হার আলাল গায়বের’ তাংপর্য এই যে, যেভাবে কেউ উঁচু স্থানে উঠে চতুর্দিকের সবকিছু দেখে থাকে তেমনিভাবে নিঃসন্দেহে প্রতিটি বস্তুকে সে অন্যাসে দেখতে পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নীচু স্থান থেকে এই সব জিনিস দেখতে চায় সে ক্ষেত্রে বহু জিনিসই তার অগোচরে থেকে যায়। আর বুর্যুগ ব্যক্তিদের সাথে খোদার

ব্যবহার এই হয়ে থাকে যে, তিনি তাঁদের দৃষ্টিকে উন্নত স্তরে নিয়ে যান। তখন তারা সব  
 কিছু সহজেই দেখতে পারেন। এবং তারা উহার পরিণামের সংবাদ দিয়ে থাকেন। নীচু  
 স্থানের অবস্থিত ব্যক্তি পরিণামের সংবাদ দিতে অক্ষম। এজনেই 'বালআম', হ্যরত মূসা  
 (আঃ)-কে চিনতে ধোঁকায় পতিত হয়েছিল। সে তাঁর (আঃ) উচ্চাসীণ মর্যাদা সম্বন্ধে  
 অবহিত না হওয়ার কারণে সে তাকে ভয় করে শিষ্টাচার দেখাতে পারে নি। হ্যরত ঈসা  
 (আঃ)-এর সময়ে ইল্লাদের মধ্যে বহু ইলহাম লাভকারী ও সত্য-স্বপ্ন দর্শনকারী ছিলেন।  
 কিন্তু যেহেতু তারা নীচু স্থানে অবস্থান করতেন তাই তাঁদের 'ইয়হার আলাল গায়ব' এর  
 মর্যাদায় ভূষিত করা হয় নি। এ জন্যে তারা হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে সনাত্ত করতে পারে  
 নি। আর এ কারণে তারা তাঁকে নিজেদের মত বরং নিকৃষ্টতর বলে মনে করে নিয়েছিলো।  
 স্বপ্ন-দর্শনকারী ও ইলহাম প্রাপ্তদের জন্যে ইহা এমন এক পরীক্ষা, যদি খোদার আশীর্ষ না  
 থাকে তবে অধিকাংশই এর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর 'নিম মুস্তা খাতরায়ে দুমান' (অর্থাৎ  
 অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী) প্রবাদটি এদের উপর প্রযোজ্য হয়। তাই নীচুতে অবস্থান ও 'ইয়হার  
 আলাল গায়বের' পার্থক্য স্মরণ রাখা উচিত। অনেক এমন (বিদ্বেষে) অঙ্গ ইলহামের  
 দাবীদার রয়েছে যাদের পা গর্ত হতে বের হয় নি (অর্থাৎ যারা দুনিয়ার কীট হয়ে আছে-  
 অনুবাদক) তারা আমার সম্বন্ধে এ ভবিষ্যতবৃণী করে যেন আমার এ সিলসিলা (জামাত)  
 এখনই বিনাশগ্রাণ হবে। তারা যদি ইহা হ'তে তওবা করে তবে ইহা তাঁদের জন্য  
 মঙ্গলজনক। তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, মধ্য-জীবনে আফিয়া আলায়হেস সালামগণও  
 বিপদাবলী হতে নিরাপদ ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের পরিণাম উত্তম হয়েছে। এভাবে যদি  
 আমারও এ মধ্য জীবনে কোন দুঃখ-কষ্ট আসে বা কোন বিপদের সম্মুখীন হই তাহলে  
 উহাকে খোদাতাআলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনে করা ভুল। আল্লাহতাআলার নিক্ষিং অঙ্গীকার  
 এই যে, তিনি আমার এ সিলসিলাকে কল্যাণমণ্ডিত করবেন। এবং নিজ বান্দাকে তিনি  
 এত কল্যাণ দিবেন যে, এমন কি বাদশাহগণ তাঁর এ 'অধ্যমের' কাগড় হতে কল্যাণ  
 অম্বেষণ করবে। তিনি (আল্লাহতাআলা) প্রত্যেক (চলমান) বিপদ ও ভাবী বিপদেরও  
 পরিণাম উত্তমই করবেন, এবং শক্তির প্রত্যেক অপবাদ হ'তে পরিশেষে নির্দোষ সাব্যস্ত  
 করবেন। এ সম্বন্ধে তাঁর (আল্লাহ) পক্ষ হতে এত ইলহাম অবর্তীর্ণ হয়েছে, যদি সেসব  
 একত্রিত করা হয় তাহলে এ বিজ্ঞাপন একটি পুষ্টিকায় পরিণত হবে। সুতরাং কয়েকটি  
 ইলহাম ও একটি স্বপ্ন উদাহরণস্বরূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি। আর তা হলো এইঃ ১৩১৬  
 হিজরীর ২১ শে রম্যান জুমুআর রাতে আমি আধ্যাত্মিক বিচ্ছুরণ অনুভব করছিলাম এবং  
 আমার মনে হয়েছিল যে, ইহা 'লায়লাতুল কদর'। আকাশ হতে ধীরে ধীরে ও ঝির ঝিরে  
 বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। একটি সত্য-স্বপ্ন দেখলাম। এই রুইয়া তাঁদের সম্বন্ধে যারা আমার  
 সম্বন্ধে সম্মানিত সরকারকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আমি দেখলাম কেউ আমার নিকট  
 আবেদন করেছে যে, যদি তোমার খোদা সর্বশক্তিমান হয়ে থাকে, তবে তাঁর নিকট  
 আবেদন কর যেন তোমার মাথার উপর যে পাথরটি রয়েছে তা যেন মোষের আকার ধারণ  
 করে। তখন আমি দেখলাম, একটি ভারী পাথর আমার মাথার উপরে রয়েছে যাকে আমি  
 কখনও পাথর মনে করেছি আর কখনও কাঠ। তখন আমি ইহা জানার পর ঐ পাথরটিকে

মাটিতে নিক্ষেপ করলাম। এর পর আমি আল্লাহ'র নিকট দোয়া করলাম যেন এ পাথরকে মোষ বানিয়ে দেয়া হয়। আর আমি এ দোয়াতে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। এর পরে যখন আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম, তো কি দেখি! ঐ পাথরটি মোষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার দৃষ্টি সর্ব প্রথম উহার চোখের উপর পড়ে। উহার ছিল অতীব উজ্জ্বল ও ডাগর চোখ। খোদা এই পাথরটি, যার কোন চোখ ছিল না এমন ডাগর উজ্জ্বল চোখের সুন্দর মোষ ও কল্যাণজনক জীব বানিয়ে দিয়েছেন যে, এ দেখে আমি খোদার শক্তি ও মহিমাকে স্মরণ করে হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম এবং তৎক্ষণিকভাবে সেজদায় পড়ে গেলাম। আর আমি সেজদায় খোদার মর্যাদা উচ্চস্বরে এই শব্দ দ্বারা বর্ণনা করছিলাম যে, রবির আল আ'লা', রবির আল আ'লা' (আমার প্রভু অতীব উচ্চ-অনুবাদক) এবং আমার স্বর এত উচ্চ ছিল যে, আমি মনে করি, এ ধ্বনি বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল। তখন আমি এক মহিলাকে, যে আমার পাশে দভায়মান ছিল, যার নাম ভানু ছিল এবং সন্তুষ্টঃ সেই আমাকে দোয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিল, তাকে বললাম, দেখো আমাদের খোদা কেমন শক্তিধর খোদা, যিনি পাথরকে মোষ বানিয়ে চোখ দান করেছেন। আমি তাকে এই কথা বলছিলাম যে, খোদাতাআলার শক্তি ও মহিমা স্মরণ করে আমার হৃদয় পুনরায় উদ্বেলিত হলো। আমার হৃদয় দ্বিতীয় বার তাঁর প্রশংসায় ভরে গেলো। এভাবে আমি পুনরায় হতবিহ্বল হয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম। এ প্রতিটি মুহূর্ত আমার হৃদয়কে খোদাতাআলার দরবারে এ কথা বলে বলে অবনত করছিলো যে, হে আমার খোদা! তোমার মর্যাদা কতই না উচ্চ তোমার কাজ কতই না অঙ্গুত যে, তুমি এক নির্জীব পাথরকে মোষ বানিয়ে দিয়েছো। উহাকে ডাগর ও উজ্জ্বল চোখ দান করেছো, যদ্বারা সে সবকিছু দেখে থাকে, শুধু ইহা নয় বরং উহার দুধেরও আশা রয়েছে। শক্তি ও মহিমার বিষয় ছিল, কি হতে কি হয়ে গেল। আমি সেজদাতেই ছিলাম এমতাবস্থায় আমার চোখ খুলে গেল। সে সময় রাত প্রায় চারটা। ফালহামদুলিল্লাহে আল্লা যালেক (সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ'-তাআলার)। আমি ইহার তা'বির (ব্যাখ্যা) এই করেছি যে, ঐ কঠোর স্বভাবপন্থ বিরোধী যারা আমার বিরুদ্ধে অবাস্তব ও একবারে ভাষা মিথ্যা কথা তৈরী করে সরকারের নিকট পৌঁছাতো তারা সফলকাম হবে না। এবং যেভাবে খোদাতাআলা স্বপ্নে এক পাথরকে মোষ বানিয়ে দিয়েছেন এবং উহাকে ডাগর ও উজ্জ্বল চোখ দান করেছেন অনুরূপভাবে তিনি (আল্লাহ') পরিণামে সরকারকে আমার সম্বন্ধে দূর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করবেন। এবং তারা আসল ব্যপারটি বুঝে যাবে। ইহা খোদার কাজ এবং লোকদের দৃষ্টিতে অঙ্গুত।

ইহা ক্রতজ্ঞতার কথা, আমাদেরকে যে সরকারের অধীনস্থ করা হয়েছে তারা সততার কাঙ্গাল ও পিয়াসি। তারা ভুল করলেও পুণ্যের নিয়তেই তা করে থাকে। তারা প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধানে লেগে থাকে। উহার পর আমার উপর যে ইলহামটি হয় উহা এই স্বপ্নেরই সমর্থনকারী। উহা ও নীচে লিখিছি। যেন এই শেষ সময়ে যখন উহা পূর্ণ হবে তখন লোকদের ঈমান দৃঢ় হয়। কিন্তু ইহা কবে পূর্ণ হবে তা আমি জানি না এবং কার দ্বারা পূর্ণ হবে এবং ইহার (পূর্ণ হবার) সময় কোনটি (তা-ও আমি জানি না)। আমি নিচিতভাবে জানি সরকারকে সদা যে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে তা স্থিতিশীল হবে না। পরিণামে ন্যায়বিচারকে

পসন্দকারী সরকার খোদার প্রদত্ত দৃষ্টি-শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও জাহত বিবেকের কারণে আমার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হবে। তদন্যায়ী তখন আমি যা দেখেছি তা ছিল মানবীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে খোদার শক্তি ও মহিমা এক পাথরকে একটি সুন্দর সাদা মৌখ বানিয়ে দিয়েছে। এবং উহাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল চোখ দান করেছে। (তখন) আমার প্রকৃত অবস্থা সরকারের নিকট প্রকাশিত হয়ে যাবে। এ মুহূর্ত ও দিন সম্বন্ধে খোদাই অবহিত। তবে শীঘ্র হোক অথবা দেরীতে আমার পবিত্রতা, নেক চাল-চলন ও সরকারের প্রতি আমার পূর্ণঙ্গীণ আনুগত্য সরকারের নিকট এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সুপ্রকাশিত হবে। আর ঐ সব ধারণা যা আমার সম্বন্ধে ছড়ানো হয়ে থাকে তা ভুল সাব্যস্ত হবে। আর ইলহামসমূহ যা এই স্বপ্নের সমর্থক তা এরূপঃ

**اَنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ - اَنْتَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا .**

**وَانْتَ مَعِيْ يَا ابْرَاهِيمَ - يَأْتِيْكَ نَصْرَتِي الَّتِي اَنَا الرَّحْمَنُ - يَا ارْضُ ابْلَعِيْ مَاءِكَ**

**غَيْضُ الْمَاءِ دَقْعَى الْامْرَ - سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ - وَامْتَازُوا الْيَوْمَ**  
**اِيْهَا الْمُجْرِمُونَ - اَنَا تَجَالِدُنَا فَانْقَطَعَ الْعَدُو وَاسْبَابُهُ - وَلِلَّهِ لِيْلَهُمَ الْيُؤْفَكُونَ .**

**يَعْنِيْ الطَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ وَيُوْثِقُ - وَانَّ اَنْتَ مَعَ الْاَبْرَارِ - وَانَّهُ عَلَى نَعْوِهِمْ**  
**لَقَدِيرٌ - شَاهِدُ الْوِجْهَةِ - اَنَّهُ مِنْ اُبْيَةِ اَنْتَ اللَّهُ وَانَّهُ فَتَّوْ عَظِيمٌ - اَنْتَ اسْمِي**  
**الْاَعْلَى - وَانْتَ مَنْيِّ بِمِنْزَلَةِ مَحْبُوبِيْنَ - اَخْتَرْتَكَ لِنَفْسِي - قَلْ اَنِّي اُمْرَتُ**

**وَاَنَا اَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ -**

(আরবী ইলহামের বাংলা উচ্চারণঃ ইন্নাল্লাহ মাআল্লায়ীনাত্ ত্বক্ষাও ওয়াল্লায়ীনাল্লাম মুহসিনুন। আনতা মাআল্লায়ীনাত্ ত্বক্ষাও! ওয়া আন্তা মাআ ইয়া ইব্রাহীম! ইয়াতীকা নুসরাতী, ইন্নী আনার রহমান। ইয়া আরযু ইবলাঈ মাআকা। গীসাল মাওওয়া কুফিয়াল আমর। সালামুন কাওলাম মির ববির রহীম। ওয়ামতাযুল ইয়াওমা আইউহাল মুয়ারিমুন। ইন্ন তুয়াদিনুনা ফানকাতাল আদুওউ ওয়া আসবাবাল ওয়ায়লুল্লাল্লাম আন্না ইউফাকুন। ইয়াইয়েয়ে যালেমু আলা ইয়াদায়হে ওয়া ইউসাকু। ওয়া ইন্নাল্লাহ মাআল আবরার। ওয়া ইন্নাল আলা নাসরিহিম লাকাদীর। শাহাতিল উয়ুহ। ইন্নাল মিন আয়তিল্লাহি ওয়া ইন্নাল ফাতভুন আয়ীম। আনতা ইসমিয়াল আ'লা। ওয়া আনতা মিন্নি বেমানিলাতে মাহবুবীন। ইখতারতুকা লেনাফসি। কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মু'মিনীন - অনুবাদক।)

অর্থাৎ খোদা, খোদা-ভীরুগণের সাথে আছেন এবং তুমি ও খোদা-ভীরুগণের সাথে আছো। হে ইব্রাহীম! তুমি আমার সাথে আছ। আমার সাহায্য তোমার কাছে পৌঁছুবে। আমি রহমান (অ্যাচিতভাবে দান কারী)। হে পৃথিবী! নিজ পানি অর্থাৎ ঘটনা বিরোধী ও

ফিতনা সৃষ্টিকারী নালিশসমূহ যা পৃথিবীতে ছড়ানো হয়েছে শুধে নাও। পানি শুকিয়ে গেছে এবং সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। প্রতিপালনকারী দয়ালু খোদা বলেছেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে যালেমরা! আজ তোমরা (ভালো লোকদের মধ্য হতে) পৃথক হয়ে যাও। আমরা শক্রকে পরাভূত করেছি এবং তাদের সকল অবলম্বন কর্তন করা হয়েছে। তাদের উপর ধ্বংস। তারা কেমন রঁটনাই না করে বেড়ায়! যালেম নিজ হাত কর্তন করবে এবং অনিষ্ট করা হতে বাধা দেয়া হবে। এবং খোদা পুণ্যকারীদের সাথে থাকবেন। তিনি তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। ইহা খোদার নির্দেশন আর ইহা মহান বিজয়। তুমি আমার সেই 'ইসম' (নাম) যে সবচে' বড় এবং তুমি আমার প্রিয়দের মর্যাদায় ভূষিত। আমি তোমাকে নিজের জন্য মনোনীত করেছি। তুমি বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট এবং আমি মু'মিনদের মধ্যে প্রথম।

## মহামান্য সরকারের প্রকৃত কল্যাণকামীর পরিচয় লাভের এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা-পদ্ধতি

(মহামান্য সরকারের নিকট আদবের সাথে অনুরোধ করছি যে, এই প্রবন্ধটি যেন গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয় আর অনুরোধের প্রেক্ষাপটে যেন দু'পক্ষের পরীক্ষা নেয়া হয়।)

"ইশাআতুস সুন্নাহ" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হসায়েন বাটালবী যেহেতু গোপনে ইংরেজ সরকারকে সর্বদা আমার সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা করে আসছে এবং আমি জানতে পেরেছি যে, গত কয়েক বছর যাবৎ সে এই কাজই করে আসছে। তাই আমি, মুহাম্মদ হসায়েন ও আমার সমবন্ধে এমন মানদণ্ড নির্ণয় করা যথ্যায়থ মনে করি যদ্বারা মহামান্য সরকারের নিকট প্রকৃত হীতাকাঙ্ক্ষী ও আঘাতগোপনকারী অকল্যাণকামীর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এবং আগামীতে এই মানদণ্ডে আমাদের বিজ্ঞ সরকার দু'জনের মধ্য হতে কে নিষ্ঠাবান ও কে কপট তা পার্থক্য করে নিতে পারেন। সুতরাং আমার মতে সেই পদ্ধতি এই, কিছু এমন ধর্ম-বিশ্বাস রয়েছে যা ভুলবশতঃ ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস বলে মনে করা হয়েছে। এবং উহাকে যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম-বিশ্বাস মনে করবে সে সরকারের জন্য বিপজ্জনক সাব্বস্ত হয়। এই ধর্ম-বিশ্বাসকে নিষ্ঠাবান ও কপট ব্যক্তির পরিচয়ের মানদণ্ড হিসেবে এভাবে বানানো হোক যে, আমরা দু'পক্ষ এই বিশ্বাসমূহকে আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখে ও ছাপিয়ে আরব অর্থাৎ মক্কা, মদীনা, কাবুল ও ইরানে এবং অন্যান্য আরবদেশসমূহে বিতরণের জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট সোপান করে দেই যাতে সে (সরকার) এগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যানুযায়ী বিতরণ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি কপটতার আশ্রয় নেয় তার প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়ে যায়। কেননা সে (মুহাম্মদ হসায়েন) কখনো এই বিশ্বাস-সমূহকে পরিক্রান্তভাবে লিখিবে না বরং ইহার প্রকাশ করা তার নিকট মৃত্যু তুল্য মনে হবে। এই ধর্ম-বিশ্বাস প্রকাশ করা তার জন্য অসম্ভব। আর মক্কা মদীনাতে এমন বিজ্ঞাপন প্রেরণ তার জন্য মৃত্যুর চাইতেও নিকৃষ্ট

হবে। যদিও আমি বিশ বছর যাবৎ আরবী ও ফার্সীতে এমন (নিজ ধর্ম-বিশ্বাস প্রকাশ করে) বই পুস্তক ছাপিয়ে আরব ও ইরানে প্রচার করছি তবুও উপরোক্ত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার লক্ষ্যে এই পুস্তিকার শেষাংশে আমার শান্তিপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাস, মাহ্দী ও মসীহ সম্বন্ধে ভুল বর্ণনা ও বৃটিশ সরকার সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা আরবী ও ফার্সীতে প্রকাশ করছি। আমার নিকট ইহা গুরুত্বপূর্ণ যে, আহলে হাদীসের দলনেতা বলে আখ্যায়িত মুহাম্মদ হসায়েন বাটালবী ও যদি আমার মত শান্তি ও দ্বন্দ্বনিরসনকারী বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তবে আরবী ও ফার্সীতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে উহার দুইশত কপি আমার নিকট প্রেরণ করবেন, যাতে আমি এগুলোকে নিজ ব্যবস্থাপনায় মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, রোম ও কাবুলে বিলি করে দেই। এমনিভাবে সে-ও যেন আমার আরবী ও ফার্সীতে প্রণীত দু'শত কপি বিজ্ঞাপন নিয়ে স্বয়ং প্রচার করে। আমাদের বিজ্ঞ সরকার যেন এ বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখেন যে, কেবল সরকারকে খুশী করার জন্য কথাচ্ছলে দ্যর্থবোধক কোন পুস্তিকা লেখা এবং উহাকে ভালোভাবে বিতরণ না করা নিষ্ঠার পরিচায়ক নয়। ইহা এক ভিন্ন বিষয় এবং সততার সাথে এবং পূর্ণ উদ্যমে কোন এমন পুস্তিকা যা মুসলমানগণের সাধারণ বিশ্বাসের পরিপন্থী, উহাকে বিভিন্ন দেশে ভালোভাবে প্রচার করা ভিন্ন বিষয়। ইহা ঐ বীরপুরুষের কাজ যার কথা ও কাজ এক। বস্তুতঃ খোদা থাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন (সে-ই এমন করতে পারে)। যদি এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ হসায়েন) নেক নিয়তের অধিকারী হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে তার এ কাজটি করা উচিত। নতুবা সরকার যেন এ বিষয়টিকে ভালোভাবে স্মরণ রাখেন যদি সে আমার মুকাবেলায় আরবী ও ফার্সীতে এন পুস্তিকা না লেখে তবে ইহা তার কপটাতাকেই সাব্যস্ত করবে। এ কাজ করতে মত্র কয়েক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। দুষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এ কাজে অন্য কোন বাধা নেই। আমাদের মহামান্য সরকারকে এ বিষয়টি মনে রাখা উচিত যে, এ ব্যক্তি চরম কপটাপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী। এবং যে দলের নেতা হিসেবে তিনি আখ্যায়িত তারাও এই বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী। এখন আমি আমার অঙ্গীকারান্যযায়ী আরবী ও ফার্সীতে নিম্নে বিজ্ঞাপনটি লিখিছি এবং সত্যকে অবলম্বন করতে আমি খোদা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। উন্ম বিন্যাস ও দু'টি বিজ্ঞাপনের পূর্ণ সাদৃশ্যের জন্য আমি ইহা যথাযথ মনে করেছি যে, আসল বিজ্ঞাপনটি আরবীতে লিখি ও ফার্সীতে এর অনুবাদ করি। যাতে দু'টি বিজ্ঞাপন স্ব স্ব রীতি অনুযায়ী রচিত হয়। ইহা ছাড়াও অন্য ভাষা-ভাষীর লোক আরবী বিজ্ঞাপনকে সহজে পড়তে পারবে না বিধায় উহার অনুবাদও যেন এক সাথেই হয়ে যায়। সুতরাং আমি এই দু'টি বিজ্ঞাপন লিখে এই পুস্তিকার সাথে সংযোজন করছি। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক (আল্লার দেয়া সামর্থ্যের সাথে)

বিনীত লেখক

২১শে ফ্রেক্রুয়ারী, ১৮৯৯

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

## আরবী অংশের অনুবাদ বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসালি 'আলা রসূলিহিল কারীম

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও আশীষ বর্ষিত হোক। এর পর হে আল্লাহর নেক বান্দাগণ! আমার কথা শুনো। হে রোম, সিরিয়া পারশ্য, মিশর, কাবুল এবং মঙ্গো ও মদীনার যা আমাদের সর্দার আমাদের নবী খাতামান্নাবীউল (সঃ)-এর হিজরতের পরের আবাসস্থল ও অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন, তোমাদের সাহায্য করুন এবং তিনি যেন এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তোমাদের সহায়ক হোন। তিনি আমাদের ও তোমাদের সুস্পষ্ট সত্ত্বের দিকে হেদায়াত দান করেছেন। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকেই আহ্বান করছি এবং সম্মানিত আল্লাহর নবী (সঃ)-এর ওসীয়তের দিকে আহ্বান করছি, যাঁর (সঃ) উপর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমাবিত খোদার হাজার হাজার আশীষ বর্ষিত হোক। অত্যাধিক মেহশীল ক্ষমাকারী খোদার আশীষ, যা এই দেশে প্রকাশিত হয়েছে আমি তোমাদিগকে উহার সুসংবাদ দিচ্ছি। আর আমি তোমাদিগকে আল্লাহর (আশীষের) দিন ও সত্যবাদীগণের সুপ্রভাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের প্রভু যিনি সবচে অধিক কৃপাকারী তাঁর তরফ হতে যে রহমত অবতীর্ণ হয়েছে আমি তোমাদিগকে তারও সুসংবাদ দিচ্ছি। হে আল্লাহর বান্দাগণ! মহিমাবিত প্রতাপশালী আল্লাহ, যখন এই পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তিনি দেখলেন যে, এখানে ফির্না ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে, সততা কমে গেছে, হৃদয়গুলি পাষাণ হয়ে গেছে ও অস্তরসমূহ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। দিন যতই যাচ্ছে ও মাস যতই অতিবাহিত হচ্ছে ফির্না ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বিপদাবলী কঠোরতর হচ্ছে। আর পৃথিবী বিভিন্ন ধরনের বিদআতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কুরআন ও সুন্নতকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। নিয়ন্তের মাঝে বিপর্যয়ের অভিপ্রাকাশ ঘটেছে এবং তাদের হৃদয়ে কামনা-বাসনার প্রবল আকর্ষণ স্থান করে নিয়েছে। তাদের ললাট হতে পুণ্যের জ্যোতিঃ মুছে গেছে। বরং তাদের চেহারায় বিশ্বজ্ঞালার ছাপ সুস্পষ্ট ও তাদের হৃদয় ঘোর কালিমায় পূর্ণ ও মৃত। তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং শুকিয়ে গেছে। তারা কাপুরুষ ও পশ্চাত্যুমুখী। তারা কুচিত্বা ও সন্দেহপ্রবণ। নবীয়ে মুস্তাফা (সঃ) যা কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন তারা তা ভুলে গেছে। কুরআনের নসীহত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ (সঃ) যা বলে গিয়েছিলেন তারা তা-ও ভুলে গিয়েছে। তাদের হাতে এখন শুধু খোসাই রয়ে গেছে এবং তারা ঈমানের মূলকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা দুনিয়ার দিকে ও উহার ভালোবাসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে ও শয়তানের রাস্তাকে তারা বেছে নিয়েছে। তাদের অধিকাংশকেই তুমি কেবল দুষ্কৃতকারী, শর্ট ও পাপকার্যে নির্ভীক দেখতে পাবে। তোমরা দেখছো যে, অধিকাংশ আলেম যা বলে বেড়ায় তা নিজেরা করে না। সাধকদের দেখছো লোক দেখানো কর্ম করতে অর্থ তাদের মাঝে নিষ্ঠা নেই। আর তারা দুনিয়া হতে বিছিন্ন হয়ে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে না এবং তাকওয়া অবলম্বন করে না। তোমরা সাধারণ লোকদের দেখছো তারা দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে গেছে এবং তারা আখেরাতের দিকে ফিরেও তাকায় না। তারা জেনে-শুনে অঙ্গ হয়ে রয়েছে আর তারা দেখে না, তারা ঘুমিয়ে আনন্দ পাচ্ছ কিন্তু জাগ্রত হবার চেষ্টা করছে না। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা পথভ্রষ্টতার প্রচার-প্রসারে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করছে ও এ কাজে আপান চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর এভাবে ভাস্ত বিশ্বাসের কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। তারা

নিজেদের চালাকী ও মিথ্যা বিশ্বাসের বোৰা দুনিয়াৰ সামনে রেখে দিয়েছে। তাই আল্লাহত্তাআলার সুদষ্টি দাবী কৰছে যে, তিনি তাৰ বান্দাদেৱ মধ্যে হতে অন্ধকাৱ হৃদয়সমূহকে আলোকিত কৰাৱ জন্যে এক বান্দাকে দাঁড় কৰাবেন। তাঁৰ হাত দ্বাৰা তিনি বিদ্যমান সকল বিশ্বজ্ঞলার সংশোধন কৰাবেন। সুতৰাং তিনি তাৰ আশীৰ ও রহমতেৱ দ্বাৰা এই মহান কাজেৰ জন্য আমাকে মনোনীত কৰে নিয়েছেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান, নবুওয়াতেৱ গোপন রহস্য ও কুৱানেৱ সৃষ্টি ভাণেৱ একটি বড় অংশ তিনি আমাকে দান কৰেছেন। তিনি আমাৰ নাম প্ৰতিশ্ৰুত মসীহ রেখেছেন যেন আমি তাঁৰ পূৰ্ণসীণ শক্তি ও মাহাত্ম্য দ্বাৰা মৃত হৃদয়গুলোকে জীবিত কৰতে পাৰি। তোহীদেৱ বিষয়টিকে পুনৰ্জীবিত কৰি ও ধৰ্মেৱ ভৌতিকে যেন সৃদৃঢ় কৰি। নিশ্চয় আমি আল্লাহত্তাআলার সেই নিদৰ্শন যা সৃষ্টিৰ উপৰ কৃপাৰ জন্য সময়মত প্ৰকাশিত হয়েছে। সুতৰাং তোমোৱা কি আমাকে গ্ৰহণ কৰবে? অথবা আল্লাহৰ পক্ষ হতে তোমাদেৱ নিকটে যে এসেছে তাকে প্ৰত্যাখ্যান কৰবে? নিশ্চয় আমাকে যে বিষয়ে নিৰ্দেশ দেয়া হয়েছে আমি তা যথাযথভাৱে পৌছে দিয়েছি। সুতৰাং তোমোৱা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। আৱ যারা আমাকে মিথ্যা প্ৰতিপন্ন কৰবে বস্তুত তাৱা তাদেৱ অন্ধত্ৰেৱ কাৱণে এই মিথ্যা প্ৰতিপন্ন কৰে থাকে। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানব যাঁৰ উপৰ মহামাস্তি খোদার পক্ষ হতে সালাম ও রহমত তিনি (সঃ) যে সৃষ্টি সংবাদসমূহ দিয়ে গিয়েছিলেন তাৱা উহাৰ সমষ্টে কোনই চিন্তা-ভাবনা কৰে না। বাহ্য দৃষ্টিতে তাৱা বড়ই চঞ্চল। সুতৰাং তাদেৱকে তাদেৱই কামনা-বাসনা হতে সৃষ্টি সংকৰণতা ও শক্রতা ঘিৰে নিয়েছে। এবং তাদেৱ বিদ্বেষেৱ প্ৰাবন তাদেৱ উপৰ জেঁকে বসেছে। সুতৰাং তাৱা কীভাৱে হেদোয়াতপ্ৰাণ হতে পাৰে। আবাৱ তাৱা বলে যে, মসীহ আকাশ হতে অবতীৰ্ণ হবে এবং মাহদী (ফাতেমা) যোহুৱাৰ বংশধৰ হ'তে প্ৰকাশিত হবে। তাৱা দু'জন অস্ত্রে সজিত হয়ে কাফিৰদেৱ সাথে যুদ্ধ কৰবে ও উভয়েৱ রক্তপাত ঘটাবে। তাৱা দু'জন দয়া প্ৰদৰ্শন কৰবে না এবং কোন পুৰুষ বা মহিলাকে (হত্যা কৰা থেকে) অব্যাহতি দেবে না। যতক্ষণ পৰ্যন্ত তাৱা সবাই মুসলিমন হবে না ততক্ষণ পৰ্যন্ত তাদেৱ তৱৰাবী খাপে চুকবে না। তাৱা বলে, নিশ্চয় মাহদী ঐশী নিদৰ্শন দ্বাৰা কাফিৰদেৱ নিৰ্মূল কৰাৱ পৰিবৰ্তে রাজনৈতিকভাৱে শাস্তি দিয়ে বশীভূত কৰবে। কাফিৰদেৱ কোন ঘৰ এ পৃথিবীতে অক্ষত রাখবে না। হায়ী বসবাসকাৰী অথবা মুসাফিৰ ব্যক্তিৰ শিৱচেছে কৰবে যতক্ষণ না তাৱা মুৰ্মিন হবে। সে খৃষ্টান ও তাদেৱ পূৰ্ববৰ্তী ধৰ্মাৰলম্বীদেৱ সাথে যুদ্ধ কৰবে। সে হিন্দুস্থান ও অন্যান্য দেশেৱ দৈকে (যুদ্ধেৱ উদ্দেশ্যে) ধাৰিত হবে ও মহান বিজয় লাভ কৰবে। সে হত্যায়জ্ঞ চালাবে, লুটপাট কৰবে, যুদ্ধকৰ মাল একত্ৰিত কৰবে এবং (কাফিৰ) পুৰুষ ও মহিলাদেৱ কৃতদাস- দাসী বানাবে। মসীহ কোন জিয়িয়া (অমুসলিমদেৱ উপৰ ধৰ্য্যকৃত কৰ) বা মুক্তি-পণ গ্ৰহণ কৰাৱ পৰিবৰ্তে সে সময় আকাশ হতে দাসদেৱ ঘত তাঁৰ (মাহদীৰ) সেবাদাস হয়ে অবতীৰ্ণ হবেন। পৃথিবীৰ সকল কাফিৰদেৱ হত্যা কৰা তাৱা নিকট প্ৰিয় হবে। আৱ এভাৱে তাদেৱ উভয়েৱ সেন্যদল নিৰ্মম ও নিৰ্দয়ভাৱে সমষ্ট পৃথিবীকে পদদলিত কৰবে। তাৱা বলে যে, আলেমদেৱ এক দল এই বিশ্বাসেৱ সাথে একমত। এই বিশ্বাসকে পৱৰতীগণ পূৰ্ববৰ্তীগণেৱ নিকট থেকে উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণ হ'তে নকল কৰেছেন, আৱ অধিকাৰ্শ নেতৃত্বন্ডও (নকল কৰেছে)।

বাকী রইল আমাৰ কথা, হে বাৱ বাৱ ক্ষমাকাৰী আল্লাহ-এৱ বান্দাগণ, শুনো! আমি এ বিশ্বাসকে সঠিক ও সত্য পাই নি বৱং ইহা অতিৱিজ্ঞিত ও প্ৰত্যাখ্যাত। ইহা রসূলে কৱীম

(সঃ)-এর পক্ষ থেকেও নয়। আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে জানিয়েছেন যে, নিশ্চয় ইহা ভাস্ত। আমাদের রসূল (সঃ) এমন কোন শিক্ষা নিয়ে আসেন নি। নিশ্চয় তারা বিভাস্ত।

যে শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের দাঁড় করিয়েছেন সে ধর্ম ন্যূনতা, মেহ ও ভালোবাসার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত পক্ষে ইহা হত্যাও নয়, বন্দী করে কৃতদাস বানানোরও নয়, আর যুদ্ধ-লক্ষ মাল একত্র করাও নয়। ইহাই আমাদের যুগের জন্য প্রকৃত দায়িত্ব এবং নিশ্চয় আমরা গন্তব্যে পৌছাবো। বাকী রইল (তরবারীর) জেহাদ উহাতো ইসলামের প্রাথমিক সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। উহা ছিল মুসলমানদের জীবন বাঁচানোর ও হত্যাকারীদের হত্যা ও প্রতিশোধ নেবার জন্য। কেননা তারা (মুসলমান) সংখ্যায় অল্প ছিল এবং কাফিররা সংখ্যায় ছিল অধিক ও ন্যূনস। মু'মিনদের জন্য এ বিষয়টি হত্যার জন্যেও ছিল না, যুদ্ধের জন্যও ছিল না। এমতাবস্থায় জেহাদের নির্দেশ এসেছে যখন মুসলমানগণ দীর্ঘদিন অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তাদেরকে ছাগল ও উটের মত যখন হত্যা করা হয়েছিল তখন তাদেরকে যুদ্ধ ও হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। যখন উৎপীড়ন ও নিপীড়ন দীর্ঘায়িত হয়েছিলো আর অত্যাচার ও কষ্ট দেয়া ক্রমাগত চলতে ছিলো। এমনকি অত্যাচার যখন সীমা অতিক্রম করে গেলো তখন দুর্বলদের আর্তনাদ ও কান্নাকাটি শ্রবণ করা হলো। অতঃপর তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো যে, তোমরা তোমাদের ভাই ও সন্তান-সন্তানিকে রক্ষা করার জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। আর বলা হলো হত্যাকারী ও তাদের সাহায্যকারীদের সাথে যুদ্ধ কর। তবে তোমরা সীমালজ্জন করো না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সীমালজ্জনকারীদের পদস্ন করেন না। ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই এবং বান্দাদের উপরও কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কোন নবীকে নির্দেশ করে পাঠানো হয় নি বরং তারা রহমতের বারিধারা হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা (নবীগণ) শক্রদের হাতে চরম-ভাবে নির্যাতিত, নিহত, লুট্যার, বন্দী ও বিশৃঙ্খলার আবর্তে চরমভাবে লাপ্সিত হবার পরেই যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান যুগে এইসব কারণ অনুপস্থিত থাকার কারণে (জেহাদের) এ সুন্নত ও রীতি স্থগিত রয়েছে। আর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কাফিরদের মোকাবেলায় আমরা যেন তাদের অনুরূপ কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত তরবারী উত্তোলন না করি যতক্ষণ ন তারা আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করে। তোমরা কি দেখছো না যে, খুষ্টানগণ ধর্মের ব্যাপারে আমাদের সাথে (তরবারীর) যুদ্ধ করছে না। অনুরূপভাবে দূরের ও নিকটের কোন জাতি ও একুশ করছে না। সুতরাং আমরা যদি ন্যূনতার বিপরীতে ন্যূনতা পরিহার করি, তবে এরপ করা ইসলামের জন্য লাঞ্ছনিক কারণ হবে। হে সমানিত ব্যক্তিবর্গ! তোমরা এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা কর। বুখরী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় প্রতিশ্রূত মসীহ যুদ্ধ রাহিত করবেন। অর্থাৎ তিনি তরবারী ও বগ্রাম ব্যবহার করবেন না। সুতরাং আমি নবী করীম (সঃ)-এর (তাঁর উপর দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী আল্লাহ্ র আশীষ বর্ষিত হোক) কীভাবে বিরোধিতা করতে পারি? এসব গুণের উপর আমাদের নবী খাতামান্নাবীউন (সঃ) আমল করতেন। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ! এর মধ্যে কোন বিষয়টি উত্তম। তোমাদের জন্য উহাই যথেষ্ট যা খাতামান্নাবীউন (সঃ) বলে গেছেন। তাঁর উপর আল্লাহ্ ফিরিশতা, পুণ্যবান বান্দাগণ ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে আশীষ বর্ষিত হোক! ইহা ছাড়া এই হাদীসগুলি যাতে বলা হয়েছে যে, মাহনী গাজী হবেন, যোদ্ধা হবেন ও ফাতেমাতুয় যোহরার বংশধর হবেন উহা দুর্বল, বিতর্কিত বরং অধিকাংশই মনগড়া ও রটনা বলে প্রমাণিত

হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বর্ণনাকারীদের উপর নির্ভর করেন নি। এবং তাদের নিকট এ সকল হাদীসের সত্যায়ন করা কঠিন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আর এ জন্যেই ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং মুআত্তার প্রশ়েতা মহান ইমাম এগুলোকে বাদ দিয়েছেন। ইহা ছাড়াও অধিকাংশ হাদীস বিশারদ এগুলোর উপর জেরা (আপস্তি) করেছেন। সুতরাং যে মনে করে, প্রতিক্রিয়াত মাহদী ও মসীহ দু'জন মুজাহিদের মত আবির্ভূত হবেন এবং খষ্টান ও মুশ্রিকদের উপর তরবারী চালাবেন, সে নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল খাতামানাবীর্দিন (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করে। সে এমন কথা বলে, কুরআন ও হাদীসে যার কোন ভিত্তি নেই। এমনকি তথ্যানুসন্ধানকারীদের দ্বারাও প্রমাণিত নয়। বরং যে সত্যটি প্রমাণিত তা হলো মাহদী ঈসা ব্যতিরেকে অন্য কেউ নন। সে যদু করবে না, তরবারী ও বল্লমও উত্তোলন করবে না। আমাদের নবী মুস্তাফা (সঃ) কর্তৃক ইহাই প্রমাণিত।

ইহা কোন মনগড়া হাদীস নয়। প্রাথমিক যুগ হতেই সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম - অনুবাদক) ইহার (উপরোক্ত হাদীসের) সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছে যে, তারা (মাহদী সংক্রান্ত - অনুবাদক) হাদীসমূহকে গ্রহণ করেন নি। এবং নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। এবং ইহা একটি বড় প্রমাণ। সুতরাং তুমি যদি মুভাকী হয়ে থাকো তবে এ ব্যাপারে চিন্তা কর। আর এ কথাটি জেনে নাও যে, নিশ্চয় নবী উল্লাহ ঈসা আল মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন এবং অন্যান্য বিগত নবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ও ইহকাল ত্যাগ করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের প্রভু তাঁর উজ্জ্বল কিতাবে দলীল দিয়েছেন। তুমি যদি চাও তবে 'ফালাম্মা তাওফ্ফায়তানী' ('তুমি যখন আয়াকে মৃত্যু দিলে আয়াতটি-অনুবাদক) পড়। তুমি তাদের অনুসরণ করো না যারা কল্পিত ধ্যান-ধারণার কারণে কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। অর্থাত তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দলীল দেয়া হয় নি। তারা বলে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এ বিশ্বাসের উপর পেয়েছি যদিও বা তারা হেদায়াত হতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আয়াত দেখাচ্ছি তোমরা কীভাবে উহাকে অস্থীকার করতে পারো? ইহাই আল্লাহত্তাল্লা বলেছেন, 'আল্লাহর কথার পরিবর্তে তোমরা কোন কথার উপর বিশ্বাস করবে? তোমরা কি এমন উক্সিস্মূহের পরিবর্তে, যা তোমরা জানো না কুরআনকে পরিত্যাগ করবে? তোমরা কি নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিয়েছো যে, তোমরা (কুরআনকে-অনুবাদক) মিথ্যা প্রতিপন্থ করবে? তোমরা দৃঢ়-বিশ্বাসের বিপরীতে সন্দেহকে অবলম্বন করছো। জেনে নিও, রবুল আলামীন আল্লাহর কথার মত কারো কথা হতে পারে না। আমি প্রমাণ করেছি যে, ক্রুশের ঘটনার পর হ্যরত ঈসা আলায়হিস্সালাম নিজ দেশ হ'তে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ, যিনি দোয়ার উত্তর দানকারী ও সবচে' নিকটবর্তী তাঁর নির্দেশে প্রেরিতগণের হিজরত করাই সুন্নত। তিনি (আঃ) এ দেশের দিকে হিজরত করেন অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশে যেভাবে ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেভাবে সম্মানিত নবী (সঃ)-এর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ 'তাঁকে একশ' বিশ বছর জীবন দান করেছিলেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং আমাদের দেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে সমাহিত হন। তাঁর কবর এখন পর্যন্ত কাশ্মীরের শ্রীনগরে অবস্থিত এবং ইহা সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট পরিচিত ও খ্যাত। অনেকেই উহার যিয়ারত করে কল্যাণমণ্ডিত হয়। সুতরাং তুমি যদি সন্দেহ কর তবে সেখানকার (কাশ্মীরের-অনুবাদক) অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস কর। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, কীভাবে এ সকল (মিথ্যা-অনুবাদক) ধারণা চূর্ণ-

বিচূর্ণ হয়ে গেছে। উহার কোন চিহ্ন রইল না এবং ঐ সকল রেওয়ায়াত মিথ্যা প্রমীলিত হলো। অতএব ইহা প্রমাণিত হলো যে, মসীহৰ অবতীর্ণ হবার মর্ম হলো, এমন ব্যক্তি যাকে মসীহৰ শুণে গুণাবিত করা হবে। হে বুদ্ধিমান ও সঠিক বিবেকের অধিকারীগণ! সেই ব্যক্তিই তোমাদের সাথে এ কথা বলছে। এ কথাটি জেনে নাও যে, তরবারীর জেহাদের সময় গত হয়ে গেছে। বর্তমানে কলমের, দোয়ার ও বড় নির্দেশন প্রদর্শন ব্যতিরেকে অন্য কোন জেহাদ নেই। ঐ সকল লোক যারা মনে করে যে, মাহদীর আবির্ভাবের সময় তরবারীর জেহাদ হবে তারা অবশ্যই ভুল করছে এবং তাদের এই হীন ধারণার জন্য ইন্দ্রালিলাহ্ পড়ছি। সৃষ্টির সেরা নবী (সঃ)-এর হাদীসের উপর চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে এবং মনগড়া ও সঠিক হাদীসের মধ্যে পার্থক্য না করা ও কল্পনার অনুসরণের কারণে এ ভুলটির জন্ম হয়েছে। ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য বড়ই পরিপাপ! যারা ইহা জানা সত্ত্বেও যে, গাজী মাহদীর আগমন সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিত্তিক তবুও তারা অঙ্গ হয়ে তার আগমনে বিশ্বাস করে। তারা নিশ্চিত দলীল প্রমাণ দ্বারা কোন কথা বলে না এবং তারা “নুফুসে নাকলিয়া” ও ‘দালায়েল আকলিয়া’ (উক্তি-ভিত্তিক দলীলসমূহ ও বুদ্ধি-ভিত্তিক দলীলসমূহ) হ’তে কোন জ্যোতিঃ অর্জন করে না। তারা অঙ্গীকার করে যে, ইসলামের দুর্দশা লাঘবে তারা সাহায্য করবে। অপরদিকে তারা ‘খায়েরুল আনাম’ (সৃষ্টির সেরা-অনুবাদক) নবী (সঃ)-এর নির্দেশ বিরোধী কথাকে অনুসরণ করে। ‘নিঃসন্দেহে’ সুন্দর ধর্মের উপর যে সকল বিপদাবলী নিপত্তি হয়েছে এ সকল ব্যক্তিগণও সেগুলোর অন্যতম। তারা জ্যোতির অনুসরণ করে না। বরং তারা অঙ্গের মত চলাফেরা করে। তাদের জ্ঞান সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হ’তে মুক্ত নয়। তাদের হৃদয়ে অদৃশ্য হ’তে কোন আশীর অবতীর্ণ হয় নি। বরং তারা ঐ সকল বিষয়ের পিছনে পড়ে আছে, যে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই ও তারা অস্তদৃষ্টি শূন্য। তারা পরখ না করেই সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে একে অপরকে অনুসরণ করছে। আর এভাবে তারা তাদের বোকাখী দ্বারা আল্লাহৰ ধর্মকে আপত্তিকারী ও বিদ্বেষীদের লক্ষ্যস্থলে পরিগত করেছে এবং হাসি-বিদ্রুপকারী ও উদাসীনদের খেলার পাত্র বানিয়ে দিয়েছে। তারা ঐ সকল লোক, যারা ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞান ও শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্বাদিকে ভুলিয়ে দিয়েছে এবং এভাবে তারা মুর্খ জাতির ইমাম ও নেতা হয়েছে। তারা ফতওয়া দেয় অর্থ তারা বুঝে না। তারা ইয়ামতি করে কিন্তু ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তারা অবহিত নয়। এবং যা বলে তারা তা করে না। কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান হ’তে তারা কিছুই লাভ করে না। আর যারা এই ক্ষেত্রে অংহগামী তাদেরও অনুসরণ করে না। তারা ওয়ায়-নসীহত করে কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের মুখ হতে কি নির্গত হচ্ছে। আসলে তারা দেখেও না আর চিন্তাশীলও নয়। এমন কি তারা আল্লাহৰ দিকেও বিনত হয় না। তাদের জ্ঞানের পুঁজি নিতাত অল্প ও ক্রটি পূর্ণ। আর তাদের হৃদয় দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে ও নিপত্তি হয়ে আছে। সুতরাং তারা ধর্মের ওপরে আপত্তি বিপদাবলীকে কীভাবে উপলব্ধি করতে পারে? এবং সুন্দর শরীয়তের তত্ত্বজ্ঞানের উপর কীরুপে বৃৎপতি লাভ করতে পারে। সুতরাং আল্লাহৰ তত্ত্ব-জ্ঞান কখনও স্বচ্ছ হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যের নিকট প্রকাশ পায় না। সাহসী ও আল্লাহৰ প্রতি বিনত ব্যক্তি ছাড়ি ধর্মের দ্বার অন্য কারো জন্য উন্মোচিত হয় না এবং প্রকৃত তত্ত্ব এই হৃদয় যা রহমান খোদার দিকে ঝুঁকে আছে তা ব্যতিরেকে অন্য কোন হৃদয়ে বিকশিত হয় না। অতঃপর ঐ সকল ব্যক্তি যারা ধর্মীয় বিতর্ক করে ও ধর্মীয় বিতর্কের প্রাবন্ধে প্রাবিত তাদের আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক।

তাদেরকে সাহিত্যের ঝর্ণাসমূহ হ'তে পরিত্পু হ'তে হবে। বাচন ভঙ্গি ও বাক্ পটুতার বিভিন্ন অতুলনীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে হবে। রূপক ও উপমা বর্ণনায় দক্ষ হতে হবে। আর লোকদেরকে বুঝানোর ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। আর সেই ভাষার প্রবাদ বাক্যসমূহও জানতে হবে এবং ঐ সকল নিয়ম-নীতি জানতে হবে। যা সঠিক অর্থ বুঝার সময় দ্রুতি হতে এবং কথা বলার সময় ভুল হতে রক্ষা করবে। আর এদের মধ্যে এ সকল বৈশিষ্ট্যবলীর অধিকারী কে আছে? তাদের কাছে কান্নাকাটি কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তাই এদের জন্য যারা কান্নাকাটি করতে চায় তারা কান্নাকাটি করুক। তারা কি এমন গাজী মাহদীর জন্য অপেক্ষা করছে, যে রক্ত বইয়ে দিবে? এবং শক্রদের হত্যা করবে, শিরোচ্ছেদ করবে এবং তরবারী দ্বারা ইসলামের প্রসার ঘটাবে। এরূপ সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয় আর কুরআনের আয়াত দ্বারাও নয় বরং বিশেষজ্ঞদের নিকট এর বিপরীতে প্রমাণিত। ইহা ছাড়া সুস্থ বিবেকও ইহাকে অপসন্দ করে ও সঠিক বুদ্ধি ইহাকে অস্বীকার করে। সুতরাং তোমরা চিন্তা-ভাবনাকারীদের নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান কর। আর তোমরা এ ব্যাপারটি জানো যে, বর্তমান যুগে ধর্মের কেউ আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী ও বল্লম উত্তোলন করে না। এবং কেউ আল্লাহ'র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকে পরিত্যাগ ক'রে তার ধর্মের অনুসরণ করতে বাধ্য করে না। সুতরাং বর্তমান সময়ে আমাদের যুদ্ধ বা প্রতিশোধ নেবার কোন প্রয়োজন নেই। আর বল্লমকে তীক্ষ্ণ করা ও তরবারী খাপ হ'তে বের করার প্রয়োজনও নেই বরং এই বিষয়গুলি শরীয়তের মতে রাহিত হয়ে গেছে। এবং ঐ রাস্তার মত যা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অতএব যুদ্ধ-বিহুরে কোন প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে 'আতমামে হজ্জতের' (পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা-অনুবাদক) জন্য নিশ্চিত স্পষ্ট প্রমাণাদি ও সঠিক সত্য দলীল এবং উজ্জ্বল নির্দর্শন ও মুঁজিয়ার প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে আমাদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য রহমান খোদার মহান নির্দর্শন অবতীর্ণ হওয়া খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। রক্তপাত বা শিরোচ্ছেদ তাদের কোন কল্যাণ পৌঁছাবে না বরং ইহা তাদের জন্যে কষ্ট ও কঠিন্য এবং শক্ততাই বাড়াবে। অতএব বর্তমান যুগে সত্যবাদী মাহদীর প্রয়োজন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কারো জন্য অন্তর্ভুক্ত নান্দনিক যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ তরবারী এবং বল্লমের ব্যবহার জানার প্রয়োজন নেই। বরং সত্য কথা এই যে, এ সকল বিশ্বাস বর্তমানে ধর্মের জন্য ক্ষতির কারণ। মানুষের হৃদয়ে এ সব বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও আশংকার সৃষ্টি করছে। তারা মনে করছে, মুসলমান এমন একটি জাতি যার নিকট তরবারী ও বল্লম দ্বারা ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছুই নেই। মানুষ হত্যা ছাড়া তারা অন্য কিছুই জানে না। অতএব বর্তমান যুগে ঐ রকম এক নেতার অনুসন্ধান করছে। অনুসন্ধানকারী হৃদয়গুলি আর আত্মাগুলি ক্ষুধার্তের মত ঐ ব্যক্তিকেই চাচ্ছে, যে পুণ্যবান, উত্তম চরিত্র ও মহান গুণবলীর অধিকারী। এ ছাড়াও সে যেন ঐ ব্যক্তিদের অস্তর্ভুক্ত হয় যাঁদেরকে প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান এবং সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী নির্দর্শন ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দান করা হয়েছে। সে যেন ঐশী জ্ঞানে সকলের উৎর্ধ্বে হয় এবং ঐশী কিতাবের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানে ও শরীয়তের ব্যাখ্যার ব্যাপারে সমসাময়িক সকলের অংগগামী হয়। সে যেন বাণিজ্য এমন পারদর্শী হয় যা উপস্থিত লোকদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। তার মুখ হতে এমন কথা যেন নির্গত হয় যা সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদেরকে নমনীয় করে তুলে। তার কথা যেন বিন্যাসিত মুক্তার ন্যায় হন্দময় হয়। আর তৎক্ষণিকভাবে এমন তত্ত্বমূলক কথা সে বলতে পারে, যা আঙ্গুরের

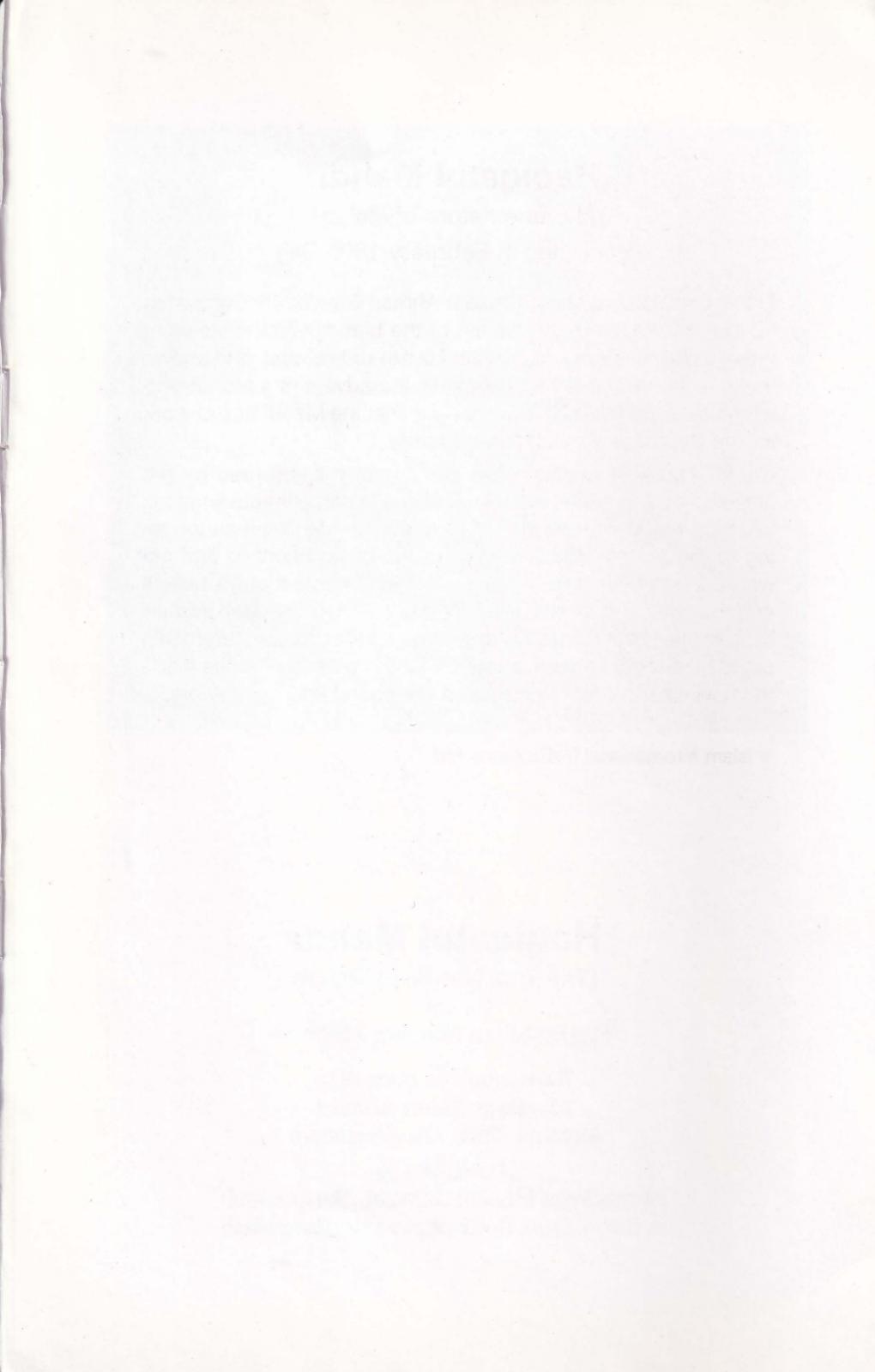
গুচ্ছের ন্যায় সুশঙ্খল, সঠিক উত্তর দানেও যেন সে পারদর্শী ও চূড়ান্ত বক্তব্য দেয়ার অধিকারী হয়। সে যেন এমন বাচনভঙ্গীর অধিকারী হয় যা সকলের বোধগম্য হবে ও হস্তয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। প্রতিটি এমন ক্ষেত্রে যেখানেই বিরুদ্ধবাদীরা তার ওপরে চড়ও হয় সে যেন তা নির্মূল করতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের প্রতিটি আপত্তি, যা তার উপর করা হবে, সে যেন তাদেরকে নির্মত্তর করে দিতে পারে। বর্তমান যুগে বাক-শক্তির তরবারী ছাড়া অন্য কোন তরবারী নেই। আমি সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল, প্রমাণ ও নির্দশন ছাড়া বল্লমের কোন প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না। অতএব এ যুগের ইমাম, তত্ত্বজ্ঞানের সূক্ষ্ম পথসমূহে সে হবে অশ্বারোহী এবং সে আল্লাহর তরফ হ'তে পূর্ণসীগ দলীল-প্রমাণে সত্য সাব্যস্ত হবার জন্যে বিভিন্ন নির্দশনাবলী ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী বিভিন্ন ধরনের দলীল দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ইহা ছাড়াও সে আল্লাহর কিতাব সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কুরআন সমষ্টে বেশী জ্ঞান রাখবে যেন সে ইহা দ্বারা আল্লাহর শক্রদের ভীতি-সন্তুষ্ট করতে পারে ও অনুসন্ধানকারী হৃদয়গুলিকে প্রশান্তি দিতে পারে। আর সে যেন নিজের আত্মার সংশোধনে ক্ষমতাবান হয়, কেননা শক্রদের মধ্য হ'তে ইহা (আত্মা) তার বড় শক্র। সে যেন আল্লাহতে পূর্ণসীগভাবে বিলীন হতে পারে এবং আল্লাহর প্রতাপ ও সমানের সাথে কোন ধরনের শিরুক না করতে পারে। সে যেন আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ও বিনয়ী হয়। ধৈর্য ও বিনয় সহকারে উজ্জ্বল শরীয়তকে সমুল্লত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে, পূর্ণদৃঢ়তার সাথে তাদের জন্য পরিশ্ৰমী ও বিগলিত চিত্তে দোয়াকারী হবে। তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারী যতই দূরদেশে থাকুক না কেন সে তাদেরকে ভুলবে না। তার জামাতের হতভাগ্যদের জন্য ইব্রাহীমের (আঃ) ন্যায় আল্লাহর সমীক্ষে (আবদার করে) বিতর্ক করবে। এবং সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালকের দরবারে সে যেন সম্মানিত হয়। এই ইমামের উদাহরণ ঐ সুর্যাম শক্তিশালী ব্যক্তির ন্যায় যার সাথে একজন দুর্বল ব্যক্তিকে সঙ্গী করে দিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা এমন বৃক্ষকে যে পা ছেঁড়িয়ে চলে ও যার দৃষ্টি-শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। সুতরাং এই যুবক ঐ দুর্বল ও অতিশয় বৃদ্ধ, যার হৃষ-জ্ঞান নেই সঙ্গে নিয়ে নিল এবং নিজের উপর ফুলুম করে তাদেরকে রক্ষা করে নিয়ে চললো। আর তাদেরকে তাজা খাদ্য সরবরাহ করে। সে ঐ ব্যক্তিকেও সঙ্গে নেয় যার দুর্বলতার কারণে হোঁচট খেয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এবং দুর্বল দুরবস্থায় নিপতিত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে সাহায্যকারী বীর পুরুষের ন্যায় তাদের গত্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। ঐ ব্যক্তি যার হস্তয়ে সৃষ্টির জন্য মেহ-মতা ও সহানুভূতি দেয়া হয় নি, যার সাহসী ও বীরদের ন্যায় শক্তি ও নেই, যে সৃষ্টির জন্য কান্নাকাটি ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে বিনত হয় না এবং যার মাঝে মাত মেহের চাইতে অধিক মেহ নেই তাকে এই মর্যাদা ও নির্দশনের মধ্য হ'তে কিছুই দেয়া হয় না। এ জন্য সে উভয় জগতের ইমাম (সঃ) ও বিশ্ব নেতার (সঃ) উত্তরাধীকারী হতে পারে না। ঐ ব্যক্তি যাকে এই মেহ-মতা ভালোবাসা দেয়া হয়েছে এবং যার হস্তয়ে উপরোক্ত গুণাবলী দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে ও এর সাথে তার মধ্যে নিহিত প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে উৎপাদিত করা হয়েছে, এবং সে নিজেকে আল্লাহর ধ্যানে, ভালবাসায়, সন্তুষ্টি ও ইচ্ছাতে বিলীন করেছে, সে একটি লাল চুনী, পূর্ণমার চাঁদ ও জগতের জন্য একটি কল্যাণদায়ক মহীরহস্তরূপ, যাতে মানুষ তাঁর ছায়ায় প্রশান্তি লাভ করে ও তাঁর নিকট কল্যাণ লাভের জন্য আসে। সে একটি শান্তি ও নিরাপত্তার নীড় যেখানে বিপদগ্রস্তরা প্রবেশ করেও বিপদের

সময়ে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়। আর সে কল্যাণমণ্ডিত ও তার চতুর্দিককে কল্যাণমণ্ডিত করা হয়েছে এবং যে তার সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে দেখে অথবা তাঁর কথা শুনে, তার জন্য সুসংবাদ। নিশ্চয় যে তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। এবং যে তাঁর সাথে শক্রতা করবে (আল্লাহ্) তার সাথে শক্রতা করবেন। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক গিরিপথ, ছেট রাস্তা হ'তে ও দূর-দূরান্ত হ'তে তাঁর নিকট আগমন করবে। আর তিনি ধর্মের জন্য আশ্রয়স্থল। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য আল্লাহ্ পক্ষ থেকে সে নিরাপত্তাস্থল। তাঁর সত্যতার নির্দশনাবলীর মধ্যে প্রথমটি হলো, তাঁর কর্মের শুরুতে তাঁকে কষ্ট দেয়া হয় এবং তার উপর দৃষ্টিদের চাপিয়ে দেয়া হয়। লম্পট ব্যক্তিরা তাঁকে ঘাঁটা-বিদ্রূপ করে আর তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করে তাঁর উপর চড়াও হয়। তারা বলে, এর মাঝে এই এই ক্ষণ্টি-বিচ্যুতি রয়েছে। দুর্শর্মকারীদের ন্যায় তারা তাঁকে গাল-মন্দ দেয়। সে পৃথিবীতে ভদ্রলোকের মত বিনয়ের সাথে চলা ফেরা করে। মন্দের বদলে মন্দ কর্ম করে না। সে উত্তম কর্ম দ্বারা ইহাকে দূর করে। আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্যে সবচে' ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়। আর এক সময়ে যখন এই পরীক্ষার দিন আসে ও তাঁর উপর মৃৎস্যের পক্ষ থেকে অন্যায়চরণ হয় তখন তার হস্তয়ে ফুর্তকার করা হয় যে, তুমি আল্লাহ্ দিকে পূর্ণাঙ্গিভাবে বুঁকে যাও এবং বিনোতভাবে ও কানাকাটি করে (আল্লাহ্) সাহায্য কামনা কর। অভ্যন্তরীণভাবেও সে এ উদ্দেশ্যে কাজ করে। সে আল্লাহ্ দরবারে সিজদাবন্ত হয় আর তখন তাঁর দোয়া গৃহীত হয়। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তার জন্য অবধারিত হয় এবং তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তাআলা স্থীর করুণা ও নৈকট্য দ্বারা আকাশ হ'তে তাঁর জন্য বিভিন্ন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। তাঁর জন্য এমন কর্ম সম্পাদন করেন, যে কর্ম দেখে মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়। তখন বিষয়টি উল্লে পাল্টে যায় এবং মানুষ ভীতিবিহুল হয়ে তাঁর উপর ঈমান আনে। আওলীয়াদের সম্বন্ধে অল্লাহ্ বিধান এভাবেই চলে আসছে যে, শুরুতে তাঁর শক্রদের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দেন অতঃপর তাদের (হস্তয়ের) উপর মোহরাক্ষণ করেন এবং মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিগাম নির্ধারিত করে দেয়া হয়। সর্বকর্ম ক্ষমতার অধিকারী খোদার আদেশে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর যখন পৃথিবী বিশ্বজ্ঞলায় ভরে যায়, শক্রদের প্রাধান্য হয় ও পথভ্রষ্টতায় পৃথিবী প্লাবিত হয় তখন এমন ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে থাকেন। যখন পৃথিবীতে বিশ্বজ্ঞল ছড়িয়ে পড়ে, শক্রতা বেড়ে যায়, অবাধ্যতা ও পাপের আধিক্য হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান লোপ পায়, লোকেরা অঙ্গ হয়ে পড়ে, সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমাসমূহ বিস্মৃত হয়, নিয়তে, কর্মে ও কথায় যখন বিশ্বজ্ঞলা বাসা বাঁধে, ধর্মীয় বিশয়াদি নিষিদ্ধ বস্তুর মত হয়ে অবনতির দিকে ঢলে পরে, শক্ররা উজ্জ্বল ধর্ম ইসলামের দিকে হস্ত সম্প্রসারিত করে, ধর্মীয় রীতি-নীতি বিলুপ্ত প্রায় হয়ে পড়ে, আলেমগণ লোকদের সংশোধন ও তাকওয়া সৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে পড়ে, এমনকি আলেমগণ দুর্বল হয়ে পড়ে ও ধর্মের সেবা করাকে ভুলে যায় ও জাগতিক বিষয়াদিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাদের মাঝে ঈমান ও বিশ্বাসের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সর্ববিষয়ে বিশ্বজ্ঞলা, অবাধ্যতা ও পথ ভ্রষ্টতা চরমে উপনীত হয় যেভাবে ব্যাধি চরম সীমায় উপনীত হয়। এমন সময়ে মানুষকে উপদেশ দেয়া ব্যক্তিরেকে বাঁচানোর আর কোন পথ থাকে না। ঠিক এমনই সময়ে (আল্লাহ্) সংশোধনকারী প্রেরণ করেন এবং তার প্রভু নিজ পক্ষ হতে তাঁকে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সততা, দলীল উপস্থাপন করার পদ্ধতি, পবিত্রতা ও দৃঢ়তা দান

করেন। আর ইহাই খোদাতাআলার রীতি যা চলে আসছে। ফলতঃ ঐশ্বী অনুকম্পা, আশীষ ও অনুগ্রহ এ যুগেও একজন নবী ও সংশোধনকারী আর্বিভাবের দাবী করে, যেন তার হাতে এই মহান কাজটি সোপন্দ করা হয় ও মানুষের সংশোধনের জন্য তাকে বেছে নেয়া হয়। সুতরাং যখন প্রশান্ত চিত্তগুলি অনুধাবন করে সাক্ষী দেয় যে, মহান আল্লাহর তরফ হতে একজন আহ্বানকারীর প্রয়োজন তখন তাঁর আগমন ঘটে। প্রতিটি জাগ্রত আত্মা সে সময়ে আকাশের প্রতিপালকের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে। তাদের আত্মার স্বাগ শক্তি উহার সুগন্ধি ও প্রফুল্ল উপলক্ষ করে। এমন সময়ে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ আবির্ভূত হন এবং বিশ্বজ্ঞানের প্রাবনে ভাট্টা পড়ে ও কাফিরদের উপর চৃড়ান্তভাবে দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা সত্যকে সাব্যস্ত করে দেয়া হয়। এমন ব্যক্তি প্রয়োজন ছাড়া আগমন করে না। যারা যালেম ও অবাধ্য হয়ে তরবারী উথোলন করে তিনি ঐ ব্যক্তিদের ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে তরবারী উথোলন করেন না। হে সৌভাগ্যবানগণ! শুনো, অধিকাংশ মানুষ প্রতিক্রিয়া মাহদী সম্বন্ধে ভুল ধারণায় নিপত্তি হয়েছে এবং তাঁর প্রতি অধিকাংশ খৃষ্টান ও ইহুদীর রক্ষণাত্মক ঘটানোর কথা আরোপ করেছে। তারা বলে, পশ্চিমাদেশ হ'তে আগত খৃষ্টান বাদশাহ্গণ যারা হিন্দুস্থানের ও বাদশাহ অর্থাৎ ইউরোপের অধিবাসী তাদেরকে প্রেঙ্গার করে, শিকল পড়িয়ে লাঙ্গিত করে মাহদীর সামনে উপস্থিত করা হবে। এ ব্যাপারে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তারা শুধু মিথ্যা রটনাকারীদের মতই কথা বলে। তাদের হাতে দুর্বল ও মনগড়া হাদীস ব্যতিরেকে অন্য কিছু নেই। আর তোমরা তাদের হাতে খাতামাল্লাবীস্টেন (সঃ)-এর কোন সহীহ হাদীস পাবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং এমন ধর্মীয় বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করো না। আল্লাহর শরীয়তকে জেনে শুনে বাজে কথা দ্বারা আচ্ছাদিত করো না। ঐ সকল লোক যারা এহেন মিথ্যাকে পরিহার করে না। সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলীল প্রমাণে নিশ্চিত হয় না। ঐ জ্যোতিকে চায় না, যা আত্মাকে আরোগ্য দেয়, অক্ষতকে দূর করে, জটিলতাকে নিরসন করে ও গবেষকদের ন্যায় গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখে না বরং একে অপরকে অক্ষের মত অনুসরণ করে; এবং তারা অনুসন্ধানকারীর মত এদিক ওদিক অনুসন্ধান করে না; তবে এরা এমন জাতির মত যারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে ও মুখ খুবড়ে পড়ে রয়েছে। আর তাদের হৃদয়ে অহংকার বাসা বেঁধেছে অথবা তারা একটি নিরাপত্তাহীন ঘরের ন্যায় ও এমন বৃক্ষের ন্যায় যা ফল দেয় না। তাদের লম্বা দাঢ়ি, উঁচু নাক, কুঁচকানো ক্ষেত্রে চেহারা লম্বা জিহ্বা ও বক্র হৃদয় ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা নিজেদের কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে না, আত্মার প্রবৃত্তিকে তারা গোপন করে রাখে। সুতরাং অনুসন্ধানের ঝরণার নিকট বিচরণ করে না, তত্ত্বজ্ঞানের রাস্তায় তারা পরিভ্রমণ করে না, এবং সুস্পষ্ট সত্যকে অবলোকন করার জন্য তারা সাধ্য-সাধনা করে না ও তারা লোকদের ঈমান রক্ষার্থে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় না।

এ অধ্যায়ে আমার শেষ কথা হলো এই, নিচয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালনকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি মসীহ ও মাহদী। আমি যদেরের জন্য আসি নি এবং আমার প্রভু আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন নি। আমি ইবনে মরিয়মরূপে আগমন করেছি যাতে আমি মানুষকে উত্তম চরিত্রের দিকে ও সর্বাধিক সম্মানিত দয়ালু খোদার দিকে আহ্বান করি। আমি খাপ হ'তে তরবারী নিষ্কোষিত করার কোন প্রয়োজন দেখি না বরং ইহা জাতি ও ধর্মের অবমাননার কারণ। এর (তরবারীর) ঝলকানি সারা দেশকে ঘিরে রেখেছে, আসলে যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হলো কলমকে তীক্ষ্ণ করার যাতে তা তার কার্যক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ করতে

পারে এবং আমরা মানুষকে পথভ্রষ্টতার বড় হ'তে রক্ষা করতে পারি। আমি যখন আবির্ভূত হ'লাম তখন এদেশের আলেমগণ আমাকে জিদবশতঃ অধীকার করে ও আমাকে যিথ্যা প্রতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। তারা অহংকারের সাথে আমাকে উপেক্ষা করে এবং আমাকে যিথ্যা রটনাকারী দাজ্জাল বলে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে বড় বড় নির্দর্শন দেখিয়েছেন আর অদ্যোর বড় বড় সংবাদ ও (আমাকে) প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে। কিন্তু তবুও তাদের হৃদয় সত্ত্বের দিকে ঝুঁকে নি আর নরমও হয় নি। তাদের সামনে হেদয়াতের রাস্তা তুলে ধরেছি তবুও জানি না সমর্থনের পথে কী অস্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের জন্য আমি বড় বড় গ্রন্থ বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করেছি। কিন্তু তবুও তারা সত্যকে গ্রহণ করে নি বরং অজ্ঞদের ন্যায় আমাকে গাল-মন্দ করেছে এবং পথভ্রষ্টতায় ও শক্রতায় বেড়ে গেছে। অথচ সত্য নির্দর্শনসমূহ তাদের নিকট সুস্পষ্ট। নিচ্ছয়ই আমি আকাশসমূহের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এসেছি। তাদের কর্ম হলো অশুল কথা-বার্তা বলা, কষ্ট দেয়া, গালমন্দ ও বকা-বকি করা। তারা আমার প্রভুর আয়তসমূহ ও বিভিন্ন সাহায্য সমর্থনকে প্রত্যক্ষ করেছে। এতদসন্দেশেও তারা অত্যাচারী, অবাধ্য ও অহংকারী হয়ে আমাকে গ্রহণ করে নি। আসলে তারা একাজ হ'তে বিরত হবার লোক নয়। আমি অসময়ে আসি নি বরং ইসলামের দুরবস্থা ও বিপর্যয়ের ঘৃণে, যার প্রতি সৃষ্টির সেরা আমাদের নেতা (সঃ) ইঙ্গিত করেছেন, আমি তখন আবির্ভূত হয়েছি। আমি শতাদীর শিরোভাগে এসেছি। অপর দিকে ইতঃপূর্বে তারা এ শতাদীর অপেক্ষা করছিলো ও মনে করছিল, ইহা ধর্মের জন্য কল্যাণজনক হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের প্রতি প্রেরিত হ'লাম তখন তারা নিজেদের জ্ঞান পশ্চাতে ফেলে দিয়ে আমার প্রথম সারির শক্র হয়ে গেল। বৃটিশ সরকারের আইনের ভয় না থাকলে তারা আমকে তরবারী ও বল্লম্ব দ্বারা হত্যা করত। কিন্তু আল্লাহত্তাআলা এ ন্যায়পরায়ণ সরকারের কারণে তাদেরকে আমা হ'তে বিরত রেখেছেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এবং এ সরকারেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আল্লাহত্তাআলা যালেমদের হাত হতে যাকে আমাদের রক্ষার মাধ্যম করেছেন। এ সরকারের আইন লুটেরাদের হাত হতে আমাদের মান-সম্মান, প্রাণ ও ধন-সম্পদের হিফায়ত করেছে। আর এ সরকারের প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হব না যাদের কারণে আমরা সবাই শান্তি ও আশংকাহীনভাবে জীবন যাপন করছি। সরকার আমাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট হ'তে নিষ্কৃতি দিয়েছে, তাদের আগমন আমাদের জন্য সম্মান ও কল্যাণের কারণ হয়েছে। দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা যা আমরা আশা করি তা পেয়েছি। সুতরাং নিষ্ঠার সাথে এ সরকারের আনুগত্যে ও মর্যাদায় উন্নীত হবার জন্যে আমাদের দোয়া করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। নিচ্য তারা আমাদেরকে ধন-সম্পদ দ্বারা জয় লাভ করে নি বরং তাদের অনুগ্রহ ও কল্যাণ আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। সুতরাং এ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তাদের কর্মকর্তব্যদের আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য। হে রহমান রহীম খোদা! তুমি আমাদের এই মহানুভব রাণীকে তাঁর অনুগ্রহের প্রতিদান দিও ও তাঁর রাষ্ট্র সম্মানের হিফায়ত ক'রো।



## **Haqiqatul Mahdi**

(The true nature of Mahdi)  
(Published in February 1899 CE)

In this book Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Quadiani<sup>as</sup> Compares his own views about the advent of the Mahdi with the views of those who call themselves Ahl-i-Hadith or Wahabis and shows that it is the Wahabis who believe in the advent of a Mahdi who will shed blood while his own belief is that the Mahdi has to work for the Supremacy of Islam is peacefully.

Hazrat Ahmad<sup>as</sup> intended this Statement will be read by the officials of the government. He explains at some length what his claims are and what kind of prophecies he has been announcing to the general Public. He asks the government to find out where the truth lies. He adds a detailed statement of his beliefs and his claim in Arabic and Persian and calls upon Maulvi Mohammad Hussain to do the same so that these statements could be sent to various countries for the people of those lands to know whose beliefs and views are sound and acceptable.

© Islam International Publications Ltd.

## **Haqiqatul Mahdi**

(The True Nature of Mahdi)  
by  
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup>

*Translated into Bengali by*  
**Maulana Saleh Ahmad**  
**Murabbi Silsila Alia Ahmadiyya**

*Published by*  
**Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh**  
**4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh**